ABC International School

Celebrating 25 Years

of Academic Excellence

ABC International School
We care for your children as you do

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

facebook.com/ABCIS.Office

ABC International School

Celebrating 25 Years of Academic Excellence

International School

We care for your children as you do

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

This book belongs to

Name : ____

Illustration

Chand Mian Milon

Designed by
Hasan Md. Raihan Alam

Editorial Board

Afroza Begum Tondra, Fayez Ahmed, Faisal Ahmed, Arpita Saha, Susmita Sarker,
Ranu Khandakar, Fahmida Rahman Munmun, Md. Jahirul Islam, Md. Mahmudul Hassan,
Chand Mian Milon (Coordinator)

Message from Managing Director

“25 years of holistic academic service to Narayanganj dwellers”-It has been a fabulous performance of ABC International School. I note this with immense pleasure.

Walking down the memorylane, I can recall and visualize the early days of ABC. Initiatives to materialize the dream of our founder Principal, Ms. Parveen Akter met numerous hurdles. Doubts about the project and its usefulness were discussed and argued among the

directors time and again. I remember the bold steps of Ms. Parveen Akter that helped us overcome the early hiccups. We could see a flicker at the other end of the tunnel. Toddler's unsteady steps turned into bold and firm moving forward. The obscure glimmer took the definite shape of a powerful light showing us a way ahead. Academic activities that we started in a small abode with a countable few proved very encouraging. Name and fame soon spread all around. Today, we rightfully claim to be the best school in Narayanganj.

While appreciating the support of parents, I take this opportunity to thank all faculty members and wish them prosperous happy days ahead.

Md. Sadekur Rahman Monir

Managing Director

ABC International School

The Message from the Adviser

I have always cherished a desire to give "education of global standard" to our children in Narayanganj. There was no debate about the necessity of bringing quality education to the doorsteps of Narayanganj-dwellers. Support poured in, and my dream soon saw the light. ABC International School took a solid shape in a 2-storey building in Jamtola. We paid special attention to the quality

of what our teachers were teaching. Soon classes became larger with an increased number of students. We succeeded in obtaining parents'-trust by providing quality education to our children. My vision came true, and today we can rightfully claim to be the best English Medium School in Narayanganj. ABC is a brand, and parents feel proud for sending their children to our school.

We have appointed quality teachers and most of them have decades of experience. British Council extends necessary support and provides training to our teachers to keep them informed on changes going on globally.

The management members have always played a pivotal role in extending necessary support for holistic education in ABC. I take the opportunity to thank the management members and greet parents, well-wishers, and all faculty members at the event of our silver jubilee celebration.

Best wishes to all.

Ms Parveen Akter

The Adviser & Former Principal

ABC International School

From Principal’s Desk

I am proud to be a part of ABC when it is celebrating 25years of academic excellence. I have been inspiring students to buildup sound academic career for prestigious professions both in and out of the country.

It goes without saying that a good number of ABC prodigies are already employed in lucrative international jobs in the USA, Australia and Canada. Teachers are frequently given guidance to improve their skill and capacity. It looks like we have been able to convince parents that ABC is the right home in Narayanganj where holistic education is given with proper care. Study tour in the USA is a privilege enjoyed only by ABC children. ABC has the credit of opening the window of the world, and this window has directed many of our learners to globally accepted foreign universities where they are now studying. While celebrating 25 years of success in academic activities; we urge all parents and guardians, to give necessary support for our effort to reach a new height of glory.

M. Abdul Hai

Principal

ABC International School

Our Honourable Management Members

Md. Mohsin Uddin Ahmed
Chairman

Md. Sadekur Rahman Monir
Managing Director

Tapan Kumar Saha
Director

Molla Mohammed Majnu
Director

Mr. Ajeezur Rahman
Director

Abdul Matin Sarker
Director

Mr.Rafiqul Islam
Director

Abdul Monayem
Executive Director

দু'টি কথা

- আবদুল মোনায়েম, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

ইতিহাসটি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের। নারায়ণগঞ্জের সাতজন বন্ধু কাজ শেষে আড্ডায় বসত 'নীলকণ্ঠ' নামক এক ফুলের দোকানের পাশে এক আসরে। সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি চলতো সে আড্ডা। গল্প করার পাশাপাশি সেখানে জীবনধর্মী কথাও হতো। তেমনি একদিন কথাচ্ছলে উঠলো একটি ভাল স্কুলের কথা, তখন সবাই নারায়ণগঞ্জেই বসবাস করতেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করেই তারা একটি ভালো স্কুলের প্রয়োজনীয়তার অভাব বোধ করেন। সেই বোধ থেকেই নারায়ণগঞ্জে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। বন্ধুদের মধ্যে সাতজন এই উদ্যোগে সাড়া দেন। তারা হলেন জনাব মোঃ মহসিন উদ্দিন আহাম্মদ, জনাব মোঃ সাদেকুর রহমান মনির, জনাব মোল্লা মোহাম্মদ মজনু, জনাব মোঃ আজীজুর রহমান, জনাব তপন কুমার সাহা, জনাব আব্দুল মতিন সরকার এবং জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। তারা দ্রুত তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে দেন। সময়টা ১৯৯৭ সাল। স্থানীয় ঈদগাহ সংলগ্ন ভাড়া করা একটি ভবনে মাত্র আঠারোজন (১৮) ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পথ চলা। এই আঠারো জন ছাত্র-ছাত্রীর দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন আমাদের পারভীন আপা। অর্থাৎ তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ (Founder Principal)। তিনি আমাদের সম্মানিত পরিচালক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আজীজুর রহমানের সহধর্মিণী। কিন্তু পারিবারিক প্রয়োজনে কয়েক বছরের মধ্যেই তাকে ঢাকা চলে যেতে হয়। স্কুলের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পরিচালকদের সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ক থাকায় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে স্কুলের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। সেই থেকে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছি। পারভীন

আপা চলে যাবার কারণে ভাইস প্রিন্সিপাল লুবনা তারান্নুম টিসু আপা যোগ দেন পারভীন আপার শূন্যপদে। পরবর্তীতে টিসু আপার অনুপ্রেরণায় আমারই সহধর্মিণী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের অতি প্রিয় রেবেকা সুলতানা কনা এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে যোগ দেন। নিজের কর্মদক্ষতায় তিনি পদোন্নতি পেয়ে এ.ভি.পি ও পরবর্তীতে ভি.পি হিসেবে তার নিরলস শ্রম ও মেধা দিয়ে যান। অকাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ভি. পি পদেই বহাল ছিলেন। টিসু আপার পরবর্তী সময়টায় আরো দুজন স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদের একজন হলেন কাজী জিয়াউল ইসলাম আর অন্যজন সাব্বির আহমেদ। পরিবর্তনের এই ধারায় স্কুলের এক সংকটকালীন সময়ে কাজ করে গেছেন আমাদের সম্মানিত এম. ডি জনাব সাদেকুর রাহমান মনিরের সহধর্মিনী মিসেস খাদিজা সাদেক মুনমুন। এদের সবাই যখন একে একে চলে যান, বর্তমান প্রিন্সিপাল জনাব আব্দুল হাই প্রিন্সিপাল পদে স্থলাভিষিক্ত হন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্মদক্ষতা দেখিয়ে এ পদে বহাল আছেন। ইতোমধ্যে স্কুলের সুনাম ও ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় সঙ্গত কারণেই আরো দুবার স্কুলের ক্যাম্পাস পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমবার লুৎফা টাওয়ারের কাছে এবং পরবর্তীতে উত্তর চাষাড়ায়। উত্তর চাষাড়ায় এখনো স্বল্প পরিসরে স্কুলের অফিসের কার্যক্রম চালু রয়েছে। মূল শিক্ষা কার্যক্রম এখন সস্তাপুর নিজস্ব ক্যাম্পাসে পুরোদমে চালু আছে। এই ক্যাম্পাস ইতোমধ্যে শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। ২০০৮ সালে প্রথমবার এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এর ছাত্রছাত্রীরা ও-লেভেল পরীক্ষায় অংশ নেয়। সে বছরই ঈর্ষনীয় ফলাফলের মাধ্যমে এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়। এর পরের ইতিহাস সামনে এগিয়ে যাবার। এবিসি স্কুল বর্তমানে সস্তাপুরে নিজস্ব জায়গায় যে সুদৃশ্য ভবন ও অন্যান্য সর্বাধুনিক অবকাঠামো নিয়ে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা দিয়ে আসছে তা এ স্কুলের একদল অভিজ্ঞ মেধাবী এবং

ত্যাগী কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টার ফল। পঁচিশ বছরের রোপিত বীজ আজ ফুলে ফলে সুশোভিত। এ ক্ষেত্রে এটা বলা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, আমাদের সম্মানিত পরিচালক মন্ডলীর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্র এক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়নি। বরং তাদের শিক্ষানুরাগী মনোভাব এবং উদারতাই এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এ অবস্থানকে সুসংহত করেছে। আজ এবিসি স্কুলের সাফল্য দেশের গন্ডি অতিক্রম করে বাইরের দেশে আলো ছড়াচ্ছে। সুনাম বয়ে আনছে দেশের জন্য, অভিভাবকদের জন্য, শিক্ষকদের জন্য। সম্মানিত পরিচালক মন্ডলীর সিদ্ধান্ত যে কতটা সময়োপযোগী ছিল সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সুত্র ধরেই এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আজ নবদিগন্তের সূচনা করতে যাচ্ছে। রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সকলের উচ্ছ্বাসে আজ এ কথা জানান দিতে চাই, এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল তার শাখা প্রশাখা এখন নারায়ণগঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে ঢাকায় বিস্তার করতে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে কার্যক্রম ও এগিয়ে চলছে। সময়ের সাথী হয়ে এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এই দুর্বার যাত্রায় অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ও অনেক গর্বিত মনে করছি। স্কুলের জন্য সবাই অতীতে যেভাবে আন্তরিকভাবে দৃষ্টান্ত রেখেছেন, ভবিষ্যতে ও আমরা তা দেখতে পাবো বলে আশা প্রকাশ করছি। রজতজয়ন্তীর এই আয়োজন সফল হোক, সুন্দর হোক।

এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উষালগ্নে যে সকল মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্ব তাদের যোগ্যতা, শ্রম ও মেধা দিয়ে এর ভিত কে মজবুত করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের অন্যতম হলেন প্রয়াত ভাইস প্রিন্সিপাল আমাদের অতি প্রিয় রেবেকা সুলতানা ম্যাডাম। আজ এই প্রতিষ্ঠানটি গৌরবময় ২৫ বছরের রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। এটা সবার জন্য নিঃসন্দেহে অনেক আনন্দ ও অহংকারের বিষয়। কিন্তু এই পথচলা মসৃণ ও সাবলীল ছিল না। পুরাতনদের ভিড়ে ও চাপে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানকে জায়গা করে নিতে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। আর এ কাজে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের অতি আপন রেবেকা সুলতানা বা "কণা ম্যাডাম।" যিনি অসময়ে চলে যান অনেক কিছুই অপূর্ণ রেখে। দুইকন্যা এবং তাঁর জীবনসঙ্গী আমাদের স্কুলেরই নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল মোনায়েম স্যারকে রেখে। তাঁর অনেক স্বপ্ন ছিল স্কুলকে ঘিরে। যার কিছুটা পূর্ণ হয়েছে এবং বাকীটা অপূর্ণই রয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে পড়েছে সে দায়িত্ব। এই স্কুল যে আজ স্থানীয় মানচিত্র ছাড়িয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে, তাতে তার অবদান কম ছিল না। আমরা যারা তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচার্য লাভে সমর্থ হয়েছিলাম, তাদের সেটা ভালো করেই মনে থাকার কথা। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁর আত্মার মাগফেরাত এবং তাঁর সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

All Faculty Members

Office Staff

From left: Safatil Jahan Fiha, Md. Abul Hossain, Nazma Islam Mohona, Goutam Kishore Ghosh, Rabiul Hasan

Support Staff

From left: Md. Zahirul Islam, Chanchal Mankin, Md. Idris Mollah, Md. Rajon, Md. Moslehuddin

Security Personnel

From left: Chand Miah, Md. Salam, Sapan Mandal, Mannan, Shekhar, Md. Ali, Ahsan Ullah, Md. Habib

School Transport Drivers and Helpers.

From left: Md. Mohsin, Md. Jahir, Md. Shafiq, Md. Juwel, Md. Rubel, Md. Babul, Md. Rifat

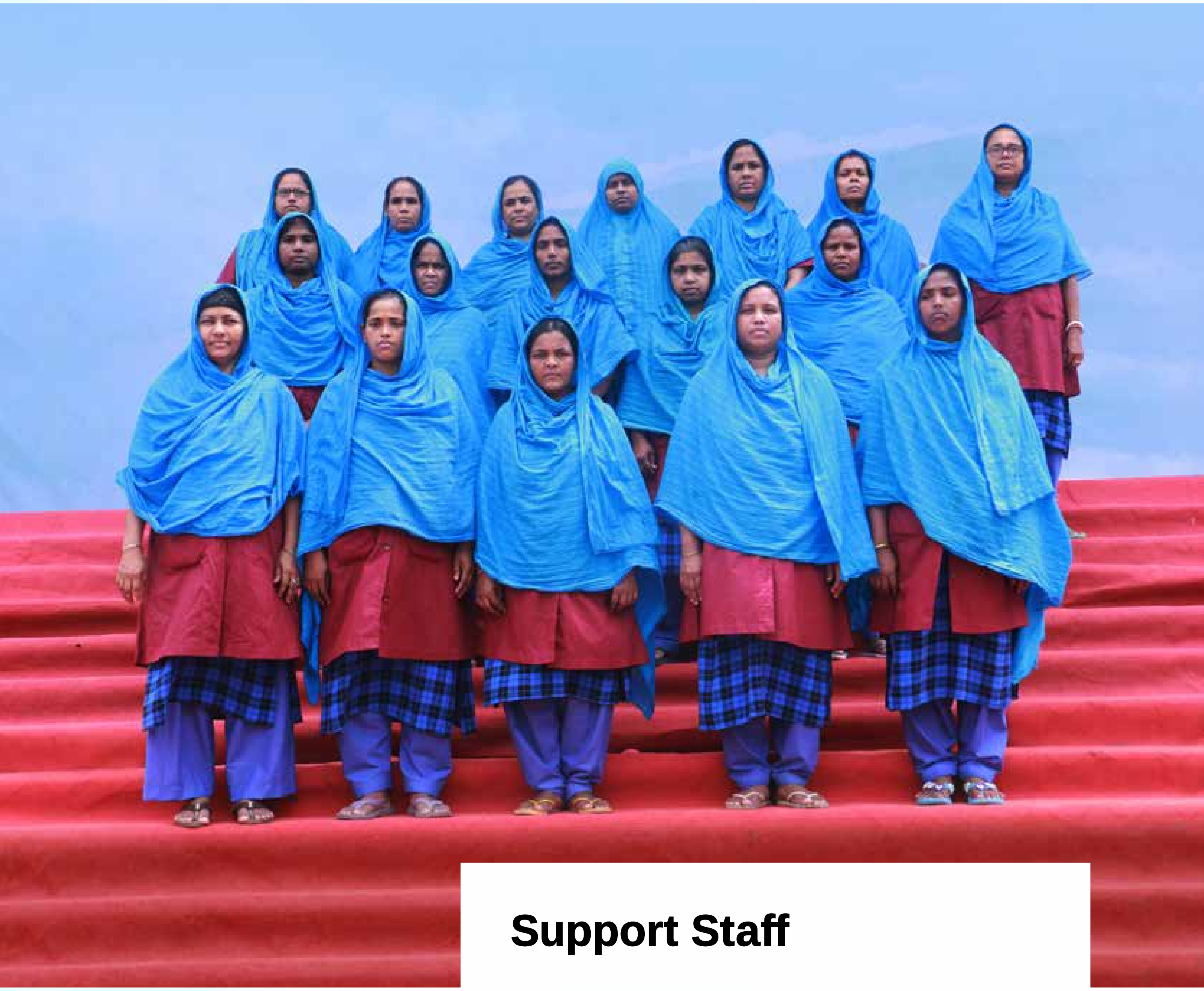

Support Staff

Lota, Julekha, Sharmin, Sumi, Sabina, Moni, Tuni, Sonia, Kulsum, Kolpona, Asma, Sondha, Taslima, Majeda, Anjona, Nondo, Rani

JUNIOR SECTION

PLAY GROUP

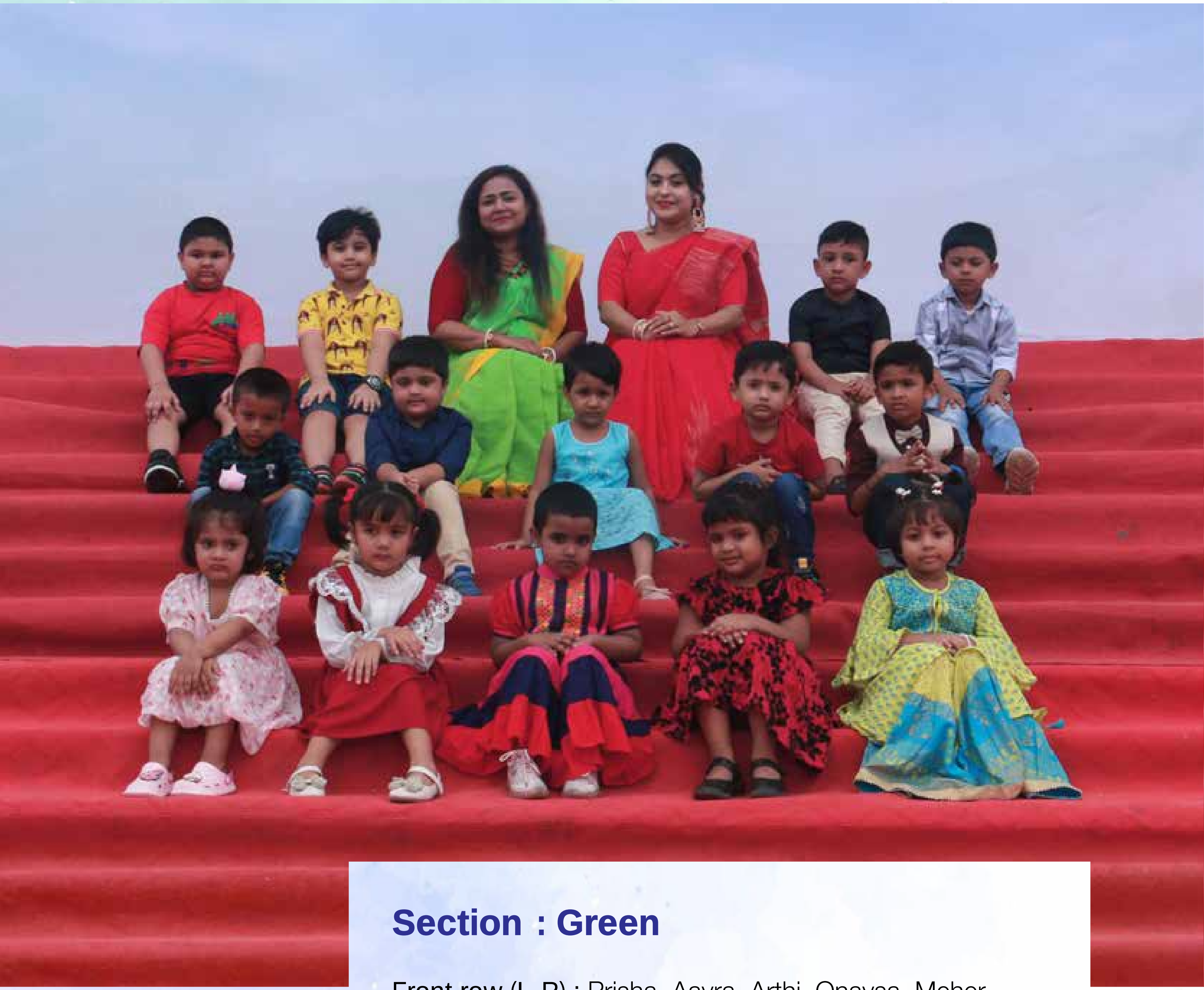

Section : Green

Front row (L-R) : Prisha, Aayra, Arthi, Onaysa, Meher
Middle row (L-R) : Ahnaf, Turjo, Ayat, Barnadhya, Daiyan
Back row (L-R) : Sobahan, Salman, Ishmam, Sowad

Teachers : Panna Saha , Farjana Rahman

PLAY GROUP

Section : Orange

Front row (L-R) : Avranil, Zunairah, Fatima, Mariam
Middle row (L-R) : Daraz, Suwad, Ayash, Raed, Reyansh
Back row (L-R): Jabale Noor, Krish

Teachers : Panna Saha , Farjana Rahman

Absentees : Rusafa, Ayan

NURSERY

Section : Pink

Front row (L-R) : Mayazah, Ruwayda, Alayna, Mohamoti
Middle row (L-R) : Wasique, Anjar, Arisha, Aariz, Adiyan
Back row (L-R) : Ranab, Araf

Teachers : Lutfun Nahar Moli , Shamimun Nahar Kajal, Sushmita Dey Moue

NURSERY

Section : Purple

Front row (L-R) : Subaita, Fatiha, Sunirnaya, Minha, Ayesha, Mehrin.
Middle row (L-R) : Tirtha, Izaan, Ayaat, Azwa, Sarthak, Zarif.
Back row (L-R) : Arijit, Zishan, Evan, Tamjid.

Teachers : Lutfun Nahar Moli , Shamimun Nahar Kajal , Sushmita Dey Moue

NURSERY

Section : Yellow

Front row (L-R) : Aroshi, Arshia, Rabsa, Tuhor
Middle row (L-R) : Farish , Ahyan , Shadeed , Divyashree , Araf , Atif
Back row (L-R) : Arhan , Zarif.

Teachers : Feroza Begum Shipu , Nazia Haque , Farhana Abedin Riya.

Absentee : Maharra

NURSERY

Section : Blue

Front row (L-R) : Raisa, Soha, Arhaa, Anabia,Alayna.
Middle row (L-R) : Dibya, Tawsif,Abrar, Priyank, Saadi, Afnan, Aran.
Back row (L-R) : Aaroosh, Tahsin.

Teachers : Feroza Begum Shipu , Nazia Haque , Farhana Abedin .

K.G.- I

Section : Dove

Front row (L-R) : Ayana, Raya, Minha, Tazreen, Ajwa, Mehenaj, Osfia, Munjarin.
Middle row (L-R) : Yash, Raisa, Arisha, Mrittika, Ajmara, Jannatun, Adiyat, Ariyan.
Back row (L-R) : Zarif, Raonaf, Sadman, Ayat, Akorshon, Abdullah.

Teachers : Suraya Yeasmin Zakia, Asma Akter Lucky.

K.G.- I

Section : Magpie

Front row (L-R) : Raida, Saaiha, Marufa, Reha, Sarah, Talbiyah, Maymuna, Ohi.
Middle row (L-R) : Tawaf, Zafeen, Megh, Srijite, Ishan, Sushmoy, Reefan, Halvy.
Back row (L-R) : Vivaan, Arpon, Afif, Pias, Adnan, Aymaan.

Teachers : Tania AfrozDipa, Kamrun Nessa Mitaly.

K.G.- I

Section : Parrot

Front row (L-R) : Nawar, Naira, Manha, Adiba, Fatima, Rowza, Sawda, Shaira.
Middle row (L-R) : Peush, Arham, Nishat, Nazifa, Anabia, Mahir, Azan, Raif.
Back row (L-R) : Rehan, Adriyan, Arab,Afraaz, Afeef, Abu Darda.

Teachers : Jeasmin Akter Akhi, Hafiza Ahmed

K.G.- I

Section : Skylark

Front row (L-R) : Alvina, Nuha, Mahveen, Roza, Fatema, Jaifa, Rumaisa, Sabia.
Middle row (L-R) : Muaaj, Oyphi, Musa, Mantaha, Ariyana, Aliza, Alief, Safwat.
Back row (L-R) : Raiyan, Arham, Tafserol, Shad, Sami,

Teachers : Baishakhi Ghosh, Sharmin Sattar Sanjee.

Absentee : Faid.

K.G.- II

Section : Peacock

Front row (L-R) : Adifaa. Laureen, Pori, Amrita. Oushnika, Sunnat
Middle row (L-R) : Qiam , Rehan, Mariya, Mahak, Sayor, Ariyan, Zayan
Back row (L-R) : Shorbo, Dip, Rajveer, Sadat, Raif , Tahmid

Teacher : Ruma Saha

Absentee : Abir

K.G.- II

Section : Robin

Front row (L-R) : Srijita, Tazbah, Alisha, Rameea, Amaya, Reeha.
Middle row (L-R) : Arman, Safwan, Sottartho, Tasfia, Jisen, Hridvik, Raiyan.
Back row (L-R) : Taharat, Azan, Ayushman, Araf, Ahnaf, Marjii.

Teacher : Rinku Roy

Absentees : Sahan, Faiyaj.

K.G.- II

Section : Wren

Front row (L-R) : Riham, Radwah, Arusha, Esha, Jafnun, Asfia, Shifa.
Middle row (L-R) : Arvin, Protik, Nawaf, Souronil, Jafna, Jonayed, Wasif, Shovan.
Back row (L-R) : Rafan, Aiyat, Ahrar, Sadaf, Abrar.

Teachers : Warda Islam, Rawnak Jahan

MID SECTION

CLASS - I

Section : Amaryllis

Front row (L-R) : Manha, Anusha, Zara, Rumaisa, Arshika, Fathima
Middle row (L-R) : Mohini, Karima, Nashrah, Samaira, Adina, Safin
Back row (L-R) : Ayan, Yousuf, Sami,Affan,Abdullah,Suprotik

Teacher : Sufia Khatun

Absentees : Musab,Mohammadullah,Saffat,Adyan

CLASS - I

Section : Aster

Front row (L-R) : Era, Ain, Purnota, Roozbeh, Fatiha, Jarin, Rajanna
Middle row (L-R) : Adrito, Adiyan, Meemnoon, Manha, Namira, Sara, Jayan, Ibrahim
Back row (L-R) : Wasif, Turja, Nafis, Sofwan, Rohan, Jaraf

Teacher : Johura Sultana Nipa

Absentee : Samin

CLASS - I

Section : Angelica

Front row (L-R) : Adrita, Moho, Arohi, Tariba, Sanvi, Tonoya, Mimha
Middle row (L-R) : Ayush, Ikram, Jarif, Aiman, Muhtadim,
Sahil, Zariyaat
Back row (L-R) : Araf, Zayeed, Ayaz, Daheek, Ahnaf, Arian,

Teacher : Nigar Sultana

CLASS - II

Section : Camellia

Front row (L-R) : Arisha, Gayatri, Farha, Sauda, Zahra, Zafeera
Middle row (L-R) : Sajin, Barira, Rose, Anandita, Aboni, Faraz
Back row (L-R) : Adritha, Azaan, Eshan, Farhan, Saifan, Ashfaq

Teacher : Mousumi Akter

Absentees : Rihab, Niazul, Bhagabat

CLASS - II

Section : Castenea

Front row (L-R) : Nokshi, Suangana, Subah, Enaya, Zohana, Fatiha, Sharonya
Middle row (L-R) : Zayan, Tajwar, Safiur, Rahimul, Alvi, Zaheen, Hossain
Back row (L-R) : Arian, Ehan, Aradhya, Arbid, Nohor, Ahad

Teacher : Prova Barman

Absentees : Aysha, Jannatul

CLASS - II

Section : Cosmos

Front row (L-R) : Arabi, Riddima, Tuli, Munas, Rishea, Annesha, Abdul Yousha
Middle row (L-R) : Ovi, Abrar, Sporsho, Maisha, Tahira, Talha, Junayed
Back row (L-R) : Arian, Nafis, Prohor, Saad, Ahnaf, Arjun

Teacher : Kazi Suraia Parvin Saathi

Absentee : Pritesh

CLASS - III

Section : Daffodil

Front row (L-R) : Zarin, Zeba, Farheen, Fatema, Adrija, Shomriddha, Khadija, Fahmida
Middle row (L-R) : Fiona, Nusaiba, Eeyana, Tasmiah, Anuva, Fabiha, Raditee
Back row (L-R) : Raiyan, Nahin, Safwan, Rufaida, Ebad, Anirudra

Teacher : Rokeya Sultana Mukta

CLASS - III

Section : Dahlia

Front row (L-R) : Namira, Projapoti, Prapti, Abonty, Sharika, Sara, Ashfia
Middle row (L-R) : Niaz, Fabiyan, Surjo, Keyama, Rejwan, Turzo, Raaj
Back row (L-R) : Parbon, Ariyan, Chad, Shadman, Mubtasim, Sudaisir

Teacher : Nasrin AkterTripti

Absentee : Nafisa

CLASS - III

Section : Daisy

Front row (L-R) : Mehek, Pariza, Habiba, Ariba, KaziMuntaha, SidratulMuntaha, Maria
Middle row (L-R) : Farhan, Araf, Rudra, Muneem, Afnan, Ashaba
Back row (L-R) : Shahariar, Wafi, Jayan, Abrar, Mohaimen, Mahidul

Teacher : Fahmida Akter

Absentee : Saraah

CLASS - III

Section : Dandelion

Front row (L-R) : Nowrin, Toha, Hesala, Roza, Zaisha, Mehjabin
Middle row (L-R) : Tryambak, Nazwa, Rajdulary, Tazmin, Maryum, Sarina, Nihon
Back row (L-R) : Asowat, Ishmum, Mayaz, Affan, Adiyan, Abdullah

Teacher : Md. Mahmudul Hassan Mahmud

Absentee : Sowad

CLASS - IV

Section : Gardenia

Front row (L-R) : Mansura, Ayana, Saifa, Suditi, Fariha, Mrittika, Erika
Middle row (L-R) : Ariyan, Jabir, Aariz, Raiyan, Tahsan, Anuvab
Back row (L-R) : Mustakim, Mashfee, Ortho, Soummo, Ali Omar

Teacher : Sahima Chowdhury Sheela

Absentee : Meran

CLASS - IV

Section : Geranium

Front row (L-R) : Tashrifa, Nazifa, Raha, Samira, Halima, Zara
Middle row (L-R) : Safoan, Ivan, Ayat, Swapnil, Shayaan, Prachurjo
Back row (L-R) : Rafid, Alvee, Miad, Moon, Sarfaraz, Zaheen

Teacher : Aditi Amritaraj

Absentee : Waez

CLASS - IV

Section : Gladiolus

Front row (L-R) : Dilshad, Sohana, Nowshee, Hiramoni, Eshat, Adik
Middle row (L-R) : Jawad, Sadman, Abrar, Karna, Tabeen, Mahir
Back row (L-R) : Arnab, Sadim, Dhruba, Pushon

Teacher : Rabeya Akhter Jhora

Absentee : Suprio Saha

CLASS - V

Section : Peony

Front row (L-R) : Raisa, Adhora, Farhana, Juwairiyah, Ahiyana, Sunayana, Purnota, Tusri.
Middle row (L-R) : Araf, Tawsef, Jidan, Apon, Manaf, Aritra, Murfid, Ismail, Suvongkar,Reyan.
Back row (L-R) : Azan, Saif, Mahin, Iyaz, Prince, Ahnaf, Toyaha, Hamim.

Teacher: Mita Chakrabarty.

CLASS - V

Section : Pansy

Front row (L-R) : Bushra, Jannat, Faiza, Tayyaba, Rafia, Samia, Muntaha, Taskin.
Middle row (L-R) : Ibrahim, Adrig, Sarjil, Tisha, Toha, Nihal, Radin, Sabit.
Back row (L-R) : Raiyan, Zulquar, Abdullah, Mayaj, Fateen, Sadman, Raim.

Teacher : Jannat Ara Ferdouse Raya.

Absentees : Nazat, Shahriar, Niloy.

CLASS - V

Section : Petunia

Front row (L-R) : Nafiza, Rimi, Zara, Afrida, Zaynab,Taiyeba,Muntaha, Isha.
Middle row (L-R) : Tanzim, Mashfi, Parbon, Areyan, Ananda, Afraz, Shayon, Arnob.
Back row (L-R) : Afmim, Raiyan, Sokal, Alif, Ahanaf, Ishmam, Rayed, Mubid.

Teacher : Naznin Akter.

Absentee : Nawshin

SENIOR SECTION

CLASS - VI

Section : A

Front row (L-R) : Doha, Miftah, Safa, Srestha, Amrin, Rupa, Nidhi
Middle row (L-R) : Droho, Salman, Priyanata, Faraiza, Mayesha, Nadira, Afnan, Shuddho
Back row (L-R) : Adib, Arno, Saad, Ramjan sir, Eram, Alvi, Fahmidul

Teacher : Md. Ramjan Sheikh

Absentees : Asil, Maharuf, Sakey.

CLASS - VI

Section : B

Front row (L-R) : Rafia ,Ayesha, Marnia, Tasnim, Anushka, Sarah, Orna
Middle row (L-R) : Mohan, Dean, Shahriar, Shuvo, Arnob, Ishraf, Yasin, Shafi, Mikayeel
Back row (L-R) : Ariyaan, Aquib, Hasan, Asjad, Mirage Sir, Mahid, Tonmoy, Nidal, Abrar

Teacher : Mirage Ahmed

Absentees : Ayanti Halder and TasmiaTahmeem

CLASS - VI

Section : C

Front row (L-R) : Sanjida, Tasmin, Mihita, Soha, Samaita, Ayman, Ira
Middle row (L-R) : Anta, Rohan, Tanisha, Bushra, Maysa, Ayan, Ujith, Shimul
Back row (L-R) : Ayat, Zabir, Mahir, Sajid, Adi, Anjoli Miss, Nahin, Rajot, Raj, Araf

Teacher : Anjoli Rani Das

Absentee : Prarthona

CLASS - VII

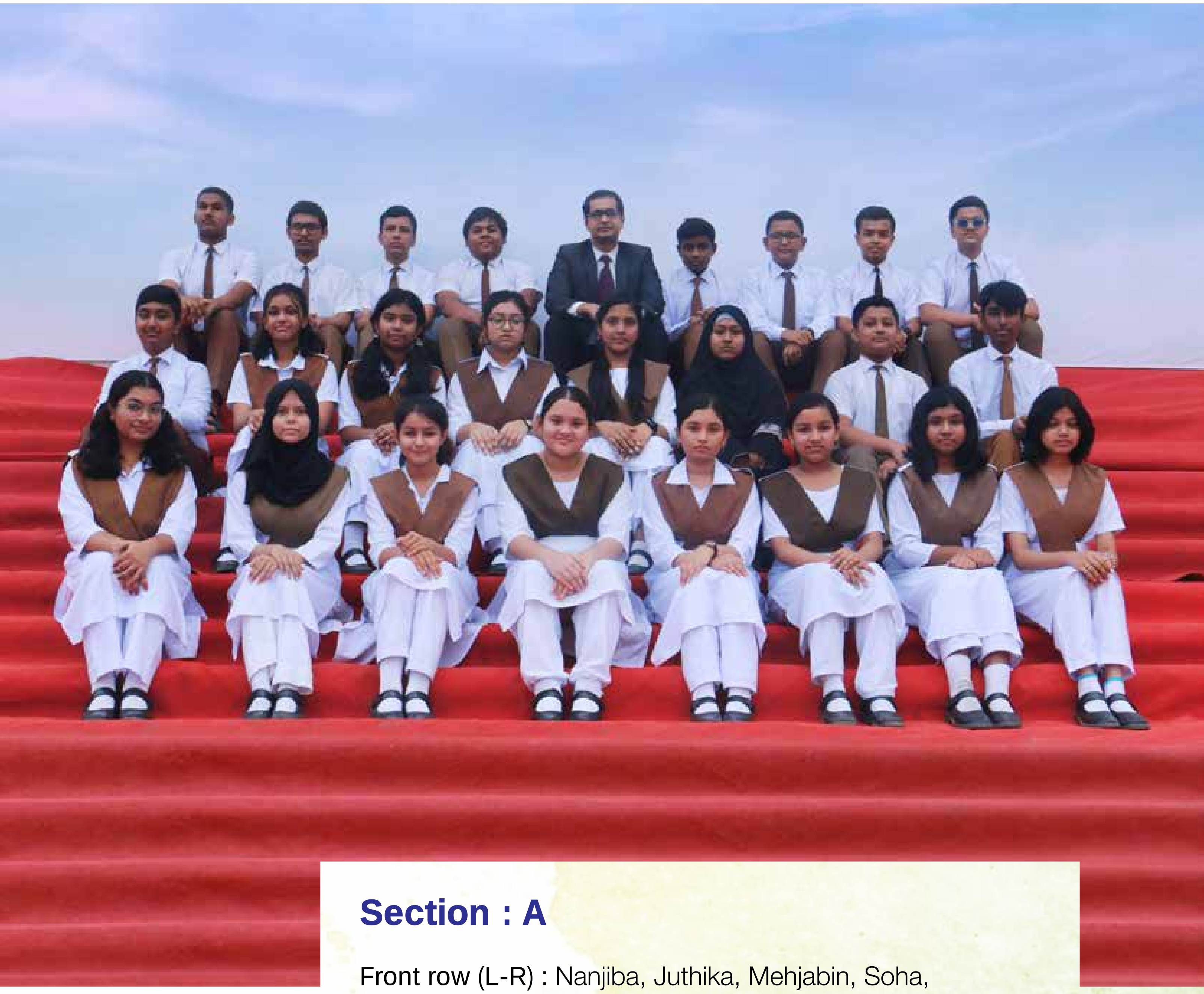

Section : A

Front row (L-R) : Nanjiba, Juthika, Mehjabin, Soha, Indrani, Yuki, Taha, Sezi
Middle row (L-R) : Azman, Yana, Warisha, Orthi, Eshika, Samara, Noor Saqi, Boevob
Back row (L-R) : Anirban, Ahnaf, Kaushik, Mahin, Arif Sir, Raiyan, Aham, Jabid, Arjon

Teacher : Mohammad Ariful Kayes

Absentees : Arisha, Sohani

CLASS - VII

Section : B

Front row (L-R) : Subrat, Raisa, Rabeya, Rubaba, Ananya, Zaara, Zuairiah, Towaha
Middle row (L-R) : Spondon, Amir Hamza, Aniruddha, Adi, Labib, Farian, Tasin, Arpon,
Back row (L-R) : Mashfi, Ahad, Taqrim, Zain, Laila Miss, Prottoy, Abrar, Saad, Nihal

Teacher : Laila Jesmine

Absentee : Fahad

CLASS - VII

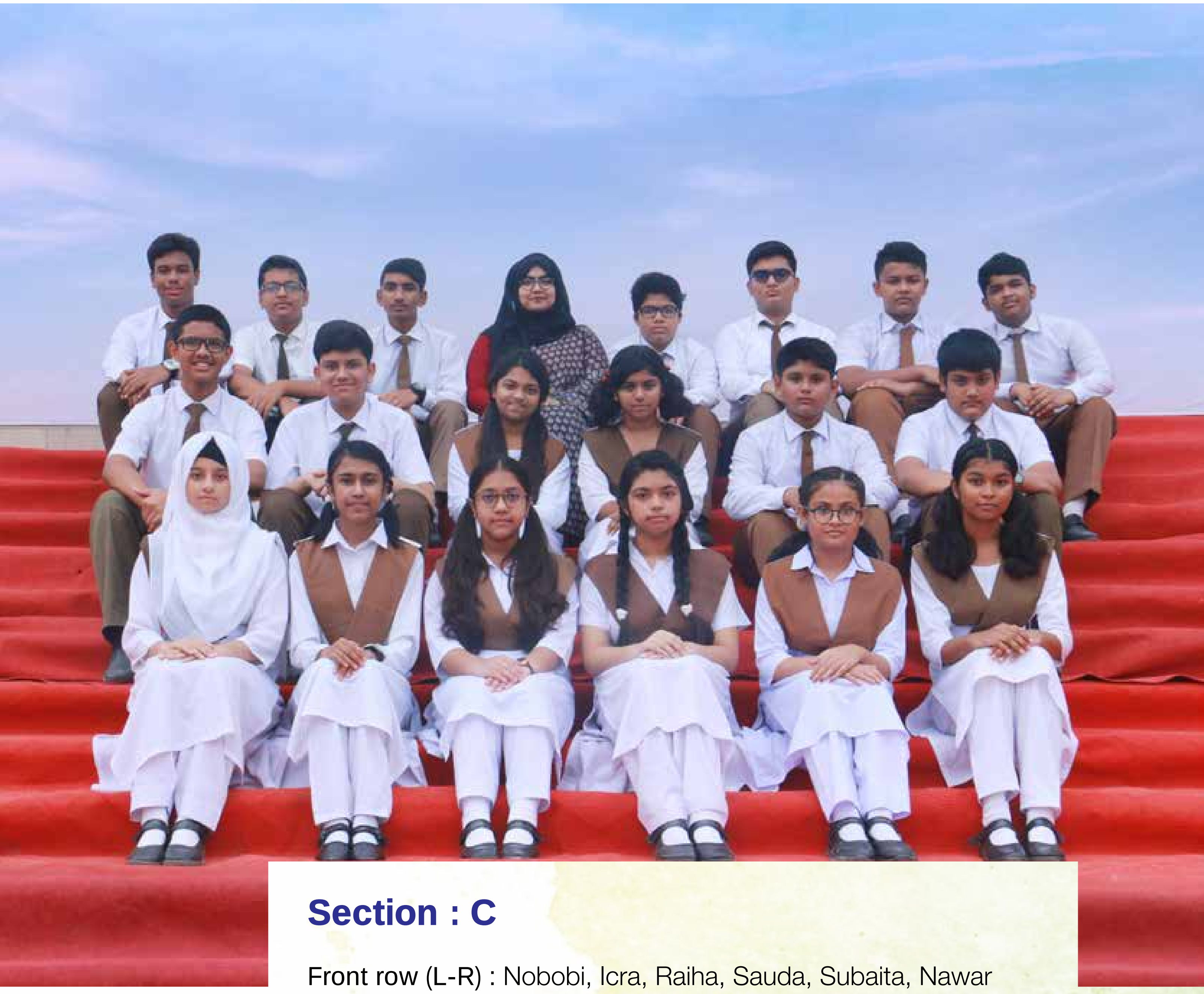

Section : C

Front row (L-R) : Nobobi, Icra, Raiha, Sauda, Subaita, Nawar
Middle row (L-R) : Bari, Azan, Aleena, Srijita, Sadid, Tahir
Back row (L-R) : Fuad, Rafi, Siam, Fouzia Miss, Alvi, Tohel, Fida, Asfee

Teacher : Fouzia Islam

Absentees : Maruf, Disha, Maria, Araf

CLASS - VIII

Section : A

Front row (L-R) : Adhara, Rehnuma, Gouri, Abanti, Warisha
Middle row (L-R) : Mahin, Adrita, Mehjabin, Sara, Piu, Protik
Back row (L-R) : Mihab, Asim, Ayan, Ahnaf

Teacher : Md Nurul Amin

Absentees : Amara, Prothi, Tanim, Samina, Ahon, Mursalin, Sosi, Tabassum, Jesica

CLASS - VIII

Section : B

Front row (L-R) : Arika, Esha, Tahiya, Faiza, Ridhi, Kamona.
Middle row (L-R) : Ananta, Nobodip, Muaz, Arabi, Shuvo, Fahim, Jisan.
Back row (L-R) : Joy, Fahim, Gourab, Arpita Miss, Raiyan, Mashfique, Bishal.

Teacher : Arpita Saha

Absentees : Aswad, Khushi, Maliha, Anushka, Tamanna, Anisa.

CLASS - VIII

Section : C

Front row (L-R) : Tathoy, Zara, Jannat, Arshia, Eartha
Middle row (L-R) : Yashfe, Redwan, Prionty, Ripty, Ayman
Back row (L-R) : Muhurto, Labib Ahmed, Labib Rahman, Faisal Sir, Faraz, Nusayer

Teacher : Faisal Ahmed

Absentees : Araf, Ifrat, Srestho, Imam Shad, Imran, Adiba, Radia, Himaloy

CLASS - IX

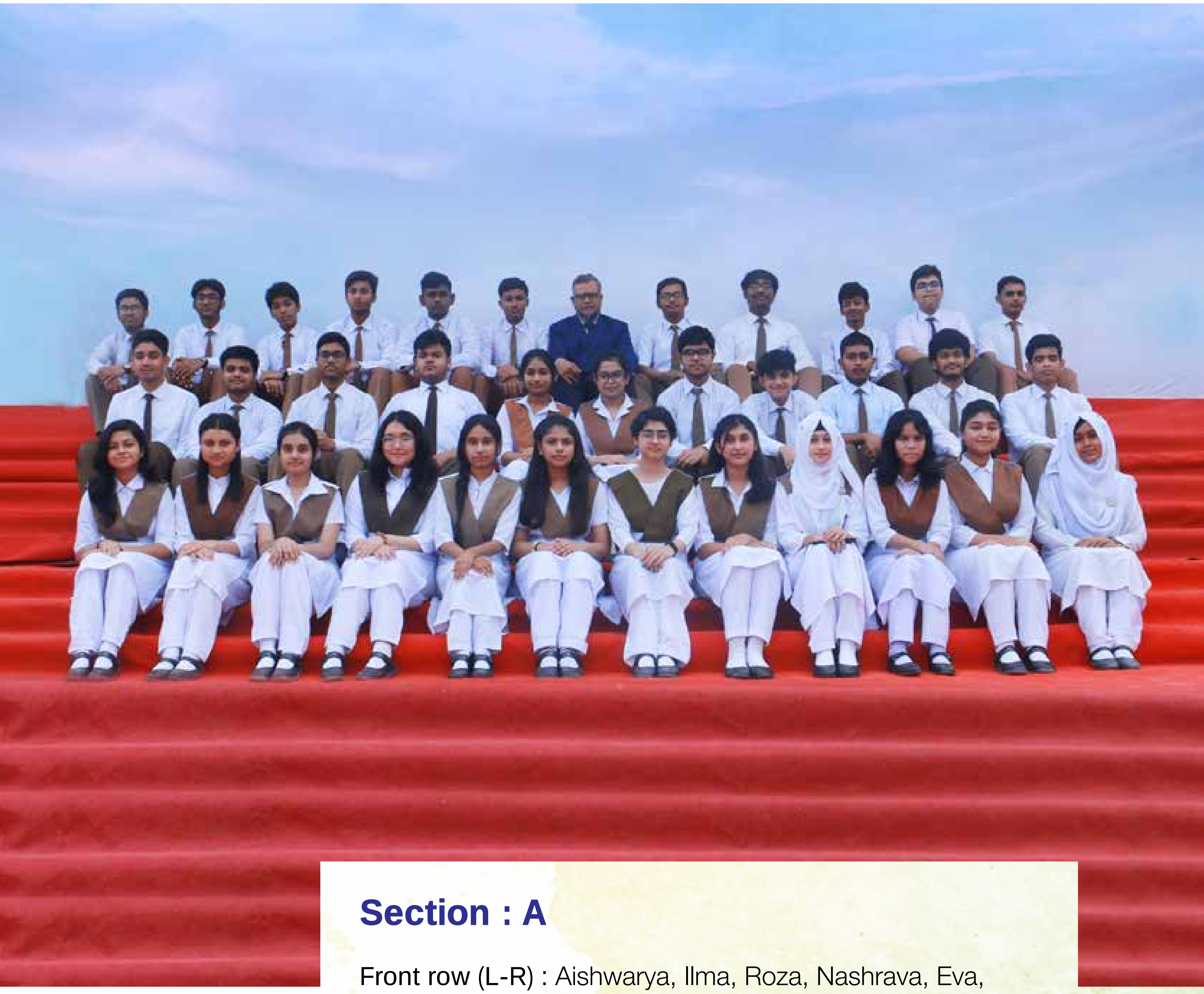

Section : A

Front row (L-R) : Aishwarya, Ilma, Roza, Nashrava, Eva, Ristia, Himadri, Radia, Adiba, Rafia, Soha, Suraiya.
Middle row (L-R) : Shahriar, Yasin, Ornob, Minhaz, Orpa, Mysha, Alif, Rayat, Bayejid, Raiyan, Mashrafi.
Back row (L-R) : Likhon, Zawad, Zaheen, Shovo, Tashrif, Toky, Khaled sir, Sadman, Morshed, Hemel, Ushnab, Ishraque.

Teacher : M Khaled Mahmood

Absentees : Zara, Nafis, Tanzina.

CLASS - IX

Section : B

Front row (L-R) : Ava, Roza, Pritha, Labiba, Raisa, Zerin, Madiha, Rafisa.
Middle row (L-R) : Imam, Barna, Arob, Ani, Rodela, Yasin, Shihab, Muntakim, Joyanta
Back row (L-R) : Zilani, Adi, Tasin, Husbi, Mahir, Saniul, Rudhro.

Teacher : Fayez Ahmed

CLASS - IX

Section : C

Front row (L-R) : Tafsee, Raisa, Tapur, Erani, Eshika.
Middle row (L-R) : Emon, Sulagno, Vivek, Akanto, Rashedul, Abrar, Saiful.
Back row (L-R) : F. Nehal, Saif, Zarif, Rishab, Tayen, Shafin, A. Nehal.

Teacher : Muhammad Asad

Absentee : Tamim.

CLASS - X

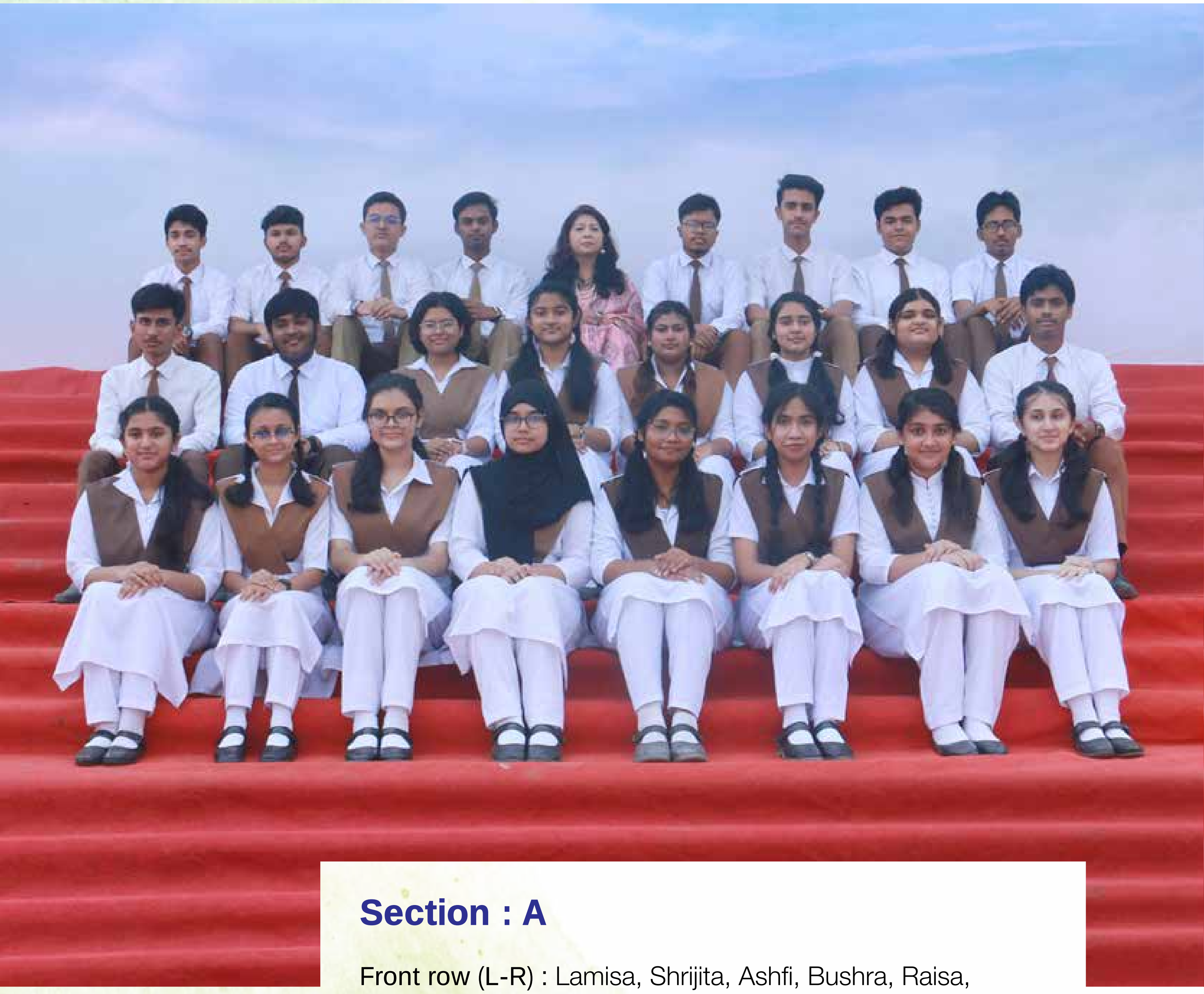

Section : A

Front row (L-R) : Lamisa, Shrijita, Ashfi, Bushra, Raisa, Oni, Yeana, Salsabil.
Middle row (L-R) : Aronno, Sadaf, Tajriyan, Tisha, Shruti, Raisa, Rodoshe, Hasib.
Back row (L-R) : Mahi, Mustafa, Talha, Iftiaz, Ruslan, Nihon, Aftab, Shaikat.

Teacher : Ferdaus Umme Asma Palash

Absentees : Shakil, Afrahim, Shamyun.

CLASS - X

Section : B

Front row (L-R) : Doa, Amisha, Samiha, Mashrufa.
Middle row (L-R) : Sreshtha, Aria, Nedhi, Raeean.
Back row (L-R) : Raj, Rup.

Teacher : M Fariduzzaman Khan

Absentee : Priom.

CLASS - X

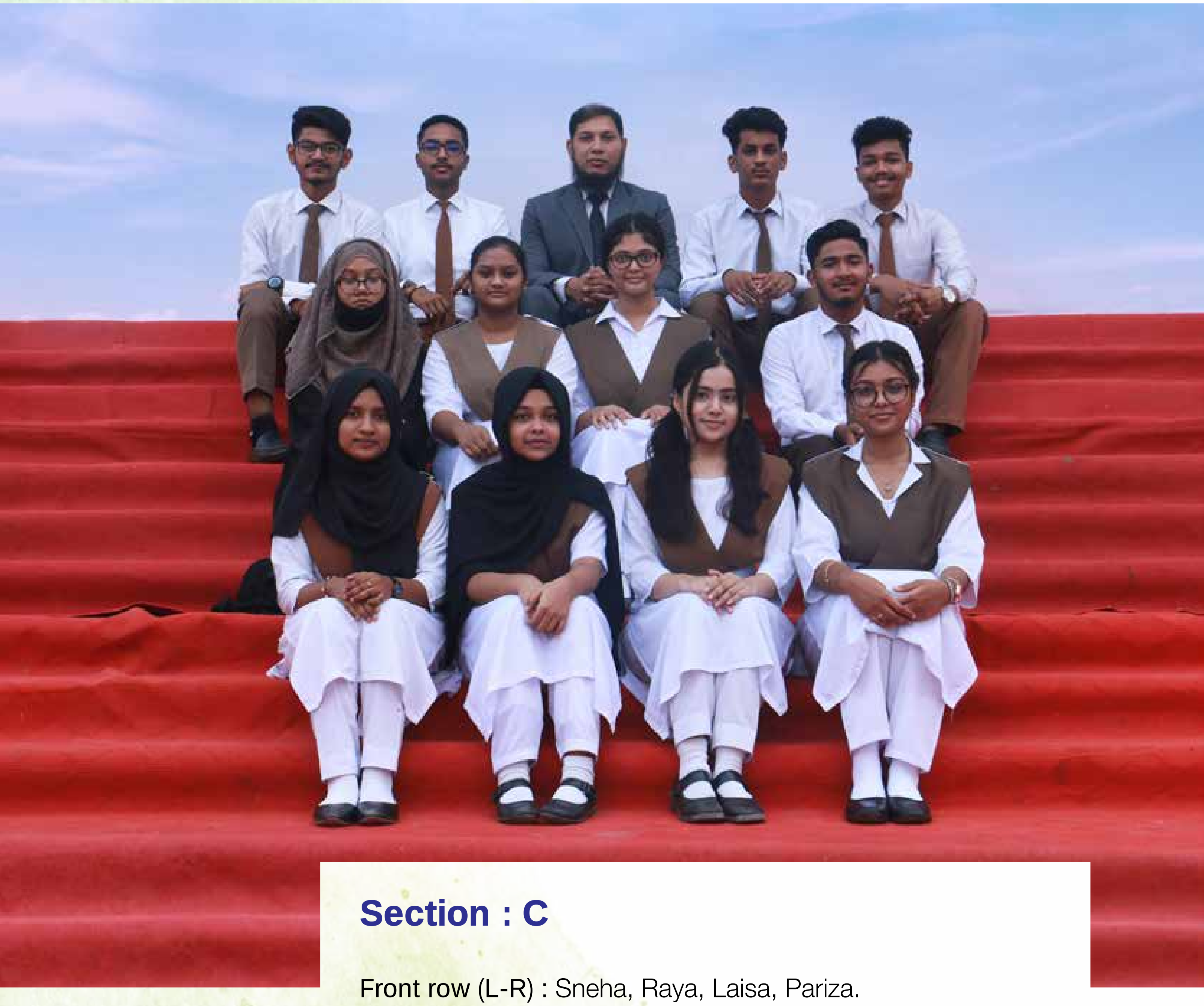

Section : C

Front row (L-R) : Sneha, Raya, Laisa, Pariza.

Middle row (L-R) : Maheera, Tanisha, Farsat.

Back row (L-R) : Arnob, Himel, Reza Sir, Rafi, Samrat.

Teacher : Sk. Md. Rezaul Karim.

SPACIAL EVENTS

FRUIT AND FOOD FESTIVAL

Please Take One

CULTURAL PROGRAM

CULTURAL
ABC INTERNATIONAL SCHOOL

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

CULTURAL
ABC INTERNATIONAL SCHOOL

CULTURAL

BOISHAKH

রুদ্র প্রাণের উচ্ছল বৈশাখ - ১৪২৪

রুদ্র প্রাণের উচ্ছল বৈশাখ - ১৪২৪

বর্ষবরণ - ১৪২৬
IGCSE & DUKE OF EDINBURGH
AWARD CEREMONY - 2019

FAREWELL 2017

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

ABC INTERNATIONAL SCHOOL
Farewell

INDEPENDENCE DAY

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY

ECA FESTIVAL 2021

SPORTS DAY 2020

GRADUATION CEREMONY

MESSAGE FROM EX-STUDENTS

I am a student of the first O Level batch of ABC International School. I have completed my Master of Business Administration from North South University. I feel proud of ABC. I wish it would become a unique institution in the world. Heartfelt congratulations on the well-deserved success!

Nishat Ara Jahan Prottasha
O' Levels in 2008

I am Dr. Sharif Hossain currently under training as an Internal Medical Officer in the Medicine Department of Dhaka Medical College and Hospital. I am a student of the first O Level batch of ABC International School. Congratulations and best wishes to ABC International School.

Dr. Sharif Hossain
O' Levels in 2008

"Congratulations on yet another milestone, ABC! Forever thankful to all my teachers for their love, care, support, and knowledge transfer. Wouldn't be here today without you all. Here's to future success!"

Ramisa Fariha
O level (2009-2010),
A level (2011-2012),
Ph.D. Candidate, Biomedical Engineering, Brown University.

I highly appreciate the time and effort the teachers invested in us. They provided us with the foundation which we built upon later in life.

Ayasha S. Faria

Current Position: Project Manager at Procter & Gamble, USA

O-Levels Class of 2011.

I will forever be grateful to the awesome teachers I got in my school life. They are the key architects of both my personal and professional life.

Mir Ishrak Maheer Dhruba

O Levels May 2011

Designation: Deputy Assistant Director

Sub Section In-charge of Business Intelligence (BI)

Development Section: Business Intelligence

Department: Strategic Business Development

My affiliation with ABC International School runs from my first day in Play Group as a preschooler to all the way as a denarian completing my A' Levels. There are many feelings that come with ABC approaching its Silver Jubilee, but pure pride is undoubtedly one of them. The contribution of my teachers to where in life I am right now has been immense and one that I will never forget. Here is to wish ABC and, most importantly, all the people who help make ABC what it is today, celebrating many more jubilees in the future.

Ashiqur Bhuiyan

Profession: Project Manager

Company/Employer: Lehigh Hanson - Heidelberg Cement Group

O'Level Graduation Year: 2012.

I have graduated Bachelor of Engineering (Honours) in Electronics Engineering with First Class Honours and a University Medal from the University of Technology Sydney, and I am currently working as a Firmware Engineer at Cochlear LTD in Australia. Being a proud alumnus of ABC International School, I attribute a large portion of my accolades to the care and mentorship of the great teachers at the school. The school has helped me grow academically and personally and taught me those good morals which are more valuable than good grades on paper. I am always grateful to ABC International School for holding my hands through the most crucial moments of my life and helping me reach my highest potential.

Rohan Saha Turai
O' Level in 2014, A' Level in 2016,

I completed my Bachelor's of Medical Science in 2021 from Western Sydney University and currently doing Masters of Laboratory Medicine at the University of Tasmania. I worked as a Laboratory Assistant at Australian Clinical Labs and currently working at Sonic Healthcare. ABC International School has built the strong foundation on which I am still standing as I complete my higher education and forever will. ABC has given me ample opportunities to explore the best in me, be it dancing, singing, drama, spelling bee, hosting, and whatnot. I am very proud to be an alumnus of ABC International School.

Arpita Maheswari
O' Level in 2014, A' Level in 2016,

Years after graduating from school, I do not remember the bad days or the poor grades. But I rather cherish the jolly moments I shared with my peers and teachers. I have enjoyed my school life to the fullest, and I hope everyone has the same experience as me. Thank you to ABC for shaping me as a good person and building me strong enough to handle my future endeavors.

Dipita Saha Shweta
O' Level in 2014

To this day, every time I pass by the premise of my school, I am hit with this extreme feeling of nostalgia, happiness, pride, and anxiety all at the same time. The 14 years I've spent under this institute were some of the best days of my life. I have nothing but admiration and the best wishes for my school going forward, to keep illuminating its surroundings as a beacon of knowledge, prosperity, and hope and to keep performing just as exceptionally for years to come.

Mustakim Zaman Ananto
Studying B.Sc in Chemistry at The University of Dhaka.
O' Level in 2016
ABC International School.

I cherish the amazing memories I had in my school life. Learning isn't just about academic knowledge; ABCIS has always provided a sound environment and tons of opportunities to learn and improve every aspect of life. Forever grateful to all the teachers for their constant support and guidance that helped to get through any obstacle.

Siam Hossain
Studying B.Sc in Applied Statistics
at the University of Dhaka.
O' Level in 2016

In School you are not only taught to study lessons, you are taught, and you are shaped into your adulthood, Don't waste time on things that you want to see yourself doing as an adult. Learn out of your books, explore the world and gather new skills which will make you more resourceful and give your life more meaning."

Fahim Afridi
O' Level in 2017
A' Level in 2019

For me, ABC International School is an equivalence of innovation. This family helped me to be who I am today. This school will undoubtedly continue to play an important role in developing future leaders.

Sawrab Basak Joy
Studying B.Sc in Aeronautical Engineering (Avionics)
at Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University.
O' Level in 2017
A' Level in 2019

It's been 4 years since I graduated from ABC International School. Spending my time there has brought about some of the most memorable moments of my late childhood to adolescent while making lifelong friends who I still talk with today. After completing my O' and A' Levels, I have since enrolled into Brac University and am now majoring in Applied Physics & Electronics. When I complete my undergraduate degree, I have plans to apply abroad for further higher studies.

Zarif Ayman Nobo
O' Level in 2017

Heartiest Congratulations to ABC International School for consistently being at the top for the last 25 years. I'm always grateful for the knowledge and wisdom that I gained here. I will forever treasure the memories and cherish the moments of my school. On this bright important anniversary, I wish my School further prosperity.

Ahnaf Rahman.
Undergrad student at Dickinson College, USA.
Major: Computer Science & Data Analytics.
O' Level in 2018

My school had always encouraged me to study harder when I did not want to, and push to the limit until my aspirations are reached ABCIS family has given me a great and valuable year with the best teachers, who helped me build on my own mistakes and be a leader following my own path. It is indeed true that school life is the most unforgettable.

Nobonita
O' Level in 2020
A' Level in 2022

I am extremely glad that I got an opportunity to study at this school. There I made lots of memories, including with a guide from magnificent teachers, made lots of friends, and participated in various programs hosted by ABC, and I believe that everything contributed me to what I am right now, and I am glad that I am "ABC"ian.

Sadimul Akhtar
Studying bachelor's degree in Green Engineering at Sophia University
Passed the O, levels in 2020 from ABC International School.

Our school never made "studying" hard, instead focused on making it fun-filled and enjoyable. Our teachers had always been there for us, acting as a compass to enhance our magnets of curiosity, knowledge, and wisdom. May Allah always keep our school and teachers blessed with His mercy. We are forever in need of our school teachers' blessings because they laid the foundation of our success.

Sharif Mohmmed Arifin
O' level (2020).

It is indeed a matter of honour and pride that ABC International School has completed 25 glorious years. I am extremely delighted as I was also a part of this journey as a student. I congratulate and deeply wish that ABC International School gets more successful in the upcoming years.

Joyeta Saha Aishi
Subject: Bachelor of Science in Microbiology and Immunology University: Dalhousie University Place: Halifax, Nova Scotia, Canada.

STUDENTS CREATIVITY

আমার মা

আমার নাম রুদ্র,
আমি অনেক ভদ্র।
আমি যাকে ভালোবাসি বড্ড,
সে আমার মা।
নাম তার নাসিমা !
ভালোবেসে সে ডাকে আমায় বাবা
আমি তাকে ডাকি মা।

রেজোয়ান ইলাহী রুদ্র
শ্রেণি: তৃতীয়

এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

ক্লাস ফোর - এ পড়ি আমি
এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে।
সকাল বেলা স্কুলেযাই ব্যাগটি কাঁধে তুলে।
সাদা, বাদামী ড্রেস পরে রঙিন ব্যাগ পিঠে
স্কুলেতে ছুটে যেতে লাগে দারুণ মিঠে।
পড়া লেখা করে আমি রাখবো দেশের মান
বড় হয়ে বাড়াবো এই স্কুলের সম্মান।

নাম: আবু বক্কর সিদ্দিক তাহসান
শ্রেণি: চতুর্থ

শরৎ কাল

মাঠ ভরা বালি
পানির মধ্যে ফুল ঢালি,
লাল সবুজ পতাকা কাশ ফুল সাদা,

শরৎ এসেছে
গাছের পাতা পড়েছে,
আকাশ মেঘলা হয়েছে
বৃষ্টিপড়েছে,
ধানগুলো পেকেছে
তাই তো কৃষক ভাই এর মুখে গান ফুটেছে।

মানহাআফরা আরিরা শুদ্ধতা
শ্রেণি: প্রথম

কৌতুক

একজন চোর একদিন একটা দোকানে ঢুকে চুরি করল এবং হাতেনাতে ধরা পড়ে মাফ চাইলো। আবারও সে একই দোকানে চুরি করতে এসে আবারও ধরা পড়ল। এবার মালিক চোরকে প্রশ্ন করল তুই আবার এসেছিস কেন? চোর বলল এখানে লেখা আছে - ধন্যবাদ আবার আসবেন।

নাশরানুর
শ্রেণি: প্রথম

ভালো বাসি তাকে

আমি ভালো বাসি তাকে,
যে আমায় জন্ম দিয়েছে।
আমি ভালো বাসি তাকে,
যে আমায় লালন পালন করে।
আমি ভালো বাসি আমার
প্রিয় বাবা মাকে।

মাখনুনুররশিদ আদিয়ান
শ্রেণি: প্রথম

মুজিব

মুজিব আমার পিতা,
তিনি জাতির নেতা।
মুজিব আমার পিতা,
তিনি দিয়েছেন স্বাধীনতা।
মুজিব আমার পিতা,
তিনি দিয়েছেন লাল সবুজের পতাকা।
মুজিব আমার পিতা,
তিনি দিয়েছেন বাংলাদেশ আর
ভালোবাসা।

জায়েদ হোসেন
শ্রেণি: প্রথম

আমার প্রাণের স্কুল
এ বি সিইন্টারন্যাশনাল

স্কুল আমার মন প্রাণ,
ভালো রেজাল্ট করে আমি
উড়িয়ে দেব জয়ের নিশান।
নামিদামি স্কুল যতো সেরা তালিকায় বিশ্বে,
পরীক্ষার ফলাফলে আমরা সবার শীর্ষে।

ক্লাস সেভেনে পড়ি আমি
ক্লাস টিচার আরিফ স্যার,
অসাধারণ পড়ান তিনি তুলনা যে হয় না তার।
শত শত পুরষ্কার গত পঁচিশ বছরে,
ছাত্র ছাত্রী মেধা দিয়ে জয় করে আনল ঘরে।

এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী আমরা সবাই ধন্য,
কাজ করব সুনাম রক্ষার এই স্কুলের জন্য।
মানুষ যেন হতে পারি দোয়া করো সবে,
কাজের মাঝে থাকতে বেঁচে চাই যে আমিভবে।

এই স্কুলের ছাত্রআমি তাইতো প্রাণে সুখ,
দেশের সেরা স্কুল আমার গর্বে ভরেবুক।

জাবিদ হাসানফাহিম
শ্রেণি: সপ্তম

The boy I still look for...

Alvira Hossain Zara | VIII | C

When I was a ten-year-old kid, all what "afternoon" meant to me was -- going to the field adjacent to our three-storey building and cycling till dusk. Not too many afternoons in those preliminary schooling days of mine I can remember when I didn't go cycling. Every time, however, I went there, I noticed a snaggle-toothed lad of my age, clad in tattered-t-shirt gazing at my cycling with his mouth wide-open in complete awe. I saw him all too often, if not always. For a few days, I ignored the matter but when I was certain that I was the one he was looking at, an unknown anxiety kept crawling into my mind. He eyed at me suspiciously as if he wanted to say something. This was how the things kept going on for days.

Few days later, in a humid afternoon, as I longed for some waters, I went upstairs leaving my bicycle on the ground. After coming back, my eyes popped up in disbelief! MY BICYCLE WAS GONE! "Where's my bicycle?," I kept screaming with tears already flooding my cheeks. I began searching it every nook and cranny but to no avail. Desperate and frantic as I was, one of my distant uncles in the vicinity approached me and couldn't help asking me what had happened. The minute I was spilling the whole story to him, the boy I used to see around, appeared, much to our surprise, riding back my bicycle with a stupid grin plastered on his face. In a flash, I grabbed hold of my bicycle, but before I could understand anything, my over-enthusiastic uncle rushed, and rebuked and slapped the boy hard. The boy fell off instantly and left the field pale-faced, on the verge of tears. Apparently, in my infantile intellect, the uncle's act was justified by me and the boy was never spotted ever since.

But many years into that occurrence I can now realize the other side of the story -- the story of poverty; story of deprivation; story of not getting the most desirable thing. I realize that behind those gazing eyes of the boy lied an agonizing pain that every underprivileged child faces during their monochrome childhood. All he wanted was just to ride a bicycle that he would not be able to afford. Regret rushes through my veins whenever my disgraceful act towards him lingers over my mind. From the bottom of my heart, I truly wish if I get one chance to meet him again and render my heart-felt apology to the hapless boy.

Fear of Unknown Darkness

By: Farzana Bintey Rafique Rafia, Class: IX, Section: A

Fear, frustration and insecurity - these three words are deeply ingrained in my life. I also lack confidence in living for social reasons. Even in this vast world I feel very alone. Because I have no one to speak for myself. But that's not exactly the reason for my loneliness. Even if I lose, it does not lag behind anyone, but the lack of love remains. And from this lack is born fear and insecurity. To me, fear and insecurity are accompanied by a lack of love. I was looking out the window. I never lived in a big house. It was like trembling in high winds and breaking in a little rain.

That day, the radio repeatedly said there would be a storm. It will destroy trees, endanger human lives. The whole morning was spent with fear. Fear of losing hope, fear of insecurity. I saw through the window how people were running. Some men were holding the hands of the wives and taking them to the car. A mother held her baby in her arms tightly, keeping her baby alive, even if her life was in danger. A couple were running hand in hand. Of course, that was just part of my imagination. Since I saw myself in the place of the lover. As soon as the attempt to save the romantic couple was over, my small shaky house kept trembling. I heard screams. I soon realized it was my own counterpart. I was really scared. In my insecure, small room, I really saw a demon that day. The small room collapsed on my head. The storm was rising; the sound of my heartbeat was rising too. I was able to get out of that huge pile to survive. Just couldn't get back up. Because that storm was calling me. There was fear, insecurity. As like it was darkling fears. Evil forces were calling me with outstretched hands. I was running towards the storm, as if in the opposite direction of gravity. Although there was nothing about it. That was not me, that was not an entity suffering from fear and insecurity.

Next Day

I was lying unconscious. I opened my eyes slowly. All around was bright in the sunlight. That was a beautiful village, surrounded by the scent of tulips.

"Is it spring here? But it's not possible." I said to myself.

But I made the impossible possible. From a scared entity suffering from insecurity, I have become a brave and fearless person.

The legend Bruce Lee

By D. Reimann Dauria, Class (VI), Section - A

Liam is a 13-year-old martial arts prodigy. He was inspired by the legend Bruce Lee. He trained in Martial Arts with his father. But something unexpected happened in his life. His father and mother both died in a car crash. Liam and his older sister Shannon become helpless. He and Shannon mourned the death. Shannon also learned martial arts, but she was not able to compete because she was born with a bone disorder called Osteogenesis Imperfecta, which causes her bones to break frequently. Hence she focused on music. Now let's come to the story of how an orphan Liam became a Martial Art Superstar. Liam was only 11 when he started his martial art journey. A year after Liam registered in the national junior championship. He was playing wonderfully and reached the final. In the final match, while Liam was fighting his opponent, he tried to defeat Liam by breaking some rules. In the middle of the fight the opponent suddenly kicked Liam to his throat, which was prohibited. He also tried to punch Liam in the eyes a couple of times. Every time Liam dodged those attacks and replied with heavy side kicks and punches from a distance. In the end of round three, Liam's repeated attack knocked him out. After this win Liam became popular in his city. He then started fighting professionally among the seniors and today he is a world champion. He now has a lot of fans and friends, but he misses his parents badly.

Forest Spirit

By Faeezah Maznin Raiha, Class: 7, Section: C

Waking up from my deep slumber as soon as the cold breeze touched my skin, which came out of the window to my room. I stood up and went towards my window and looked at the moon, which was shining brightly in the sky, and then I looked towards the dark forest."What's exactly is in that forest?" I asked myself. Guess I needed to go there and find out tomorrow. With that I went back to sleep. Next morning I quickly woke up and started packing my bag with some essentials for the long journey which I was going to have.

Phew! It's already exhausting. I exhaled deeply. "Finally done packing".I exclaimed with joy. " Now let's go!" It's been 20 minutes since I have been walking in the forest. It's getting deeper and deeper. I saw the sun setting and it's already dawn. I shrugged

off my negative thoughts and kept walking. Once I reached the end, I gasped. I was blessed with such a beautiful view in front of my sight. A beautiful waterfall and the bright moon which's light is falling in the water, which is makes it look more ethereal.

"Hi!" I flinched and turned around and saw a white creature. I got terrified and afraid, but then I asked "who are you?" "I myself Boo, the forest spirit nice to meet you, little human," he said smiling cheekily". "Hey! To whom are you calling little human when you are looking like a small floating cloud" I said. He just stared. "Hey, but are you really a spirit?" I asked. "Yes" Boo replied. "I finally saw a human after 1000 years," Boo said. "Huh? but what are you doing in this forest for so many years?" I asked. "Long story short, I am cursed." He said sadly. " Oh so that's why" I said. "Is there any way to break the spell?" I said ."Yes, there is only one way, and that too a human can break it". He said "I will do it" I said. "What?" Boo asked confused. "I will break the spell" I said. "No, I can't let you do that. I can't risk your life." Boo replied. "Nothing is gonna happen' I am just helping my friend." I said. "Am I your friend?" Boo asked with glistening eyes. I smiled and replied "Yes, of course. Boo became very happy.

"Now, Boo, you have to carefully tell me what to do to break the spell". I said. "Okay so there is a cave and you have to go inside the cave, and there is a very special fruit, if you can get that, I can be free from the spell" he said. "Okay, I got it" I said. The next day I went to the cave, there were a few difficulties, yet I got the fruit, successfully. "You actually got the fruit little human, you did it!". Boo exclaimed with joy. I giggled and smiled, looking at how happy he was. Suddenly something hit my mind."Boo, what else will happen after you eat the fruit?" I asked. Boo suddenly became silent; then he looked at me with his teary eyes and said " After I consume the fruit I will be free from the spell and also disappear. I felt sad and some tears made it's way out of my eyes." It's okay, at least it will break the spell and you will be happy" I said. Boo smiled and said " I hope we meet once again" before consuming the fruit. He disappeared. Soon after, everything blacked out.

"Was it a dream?" I asked myself soon after opening my eyes and finding myself back in my bed. I went towards the window in my room and saw the forest was no longer there. I sighed, but soon something caught my eyes. A white envelope in my nightstand. I opened the envelope and took out the letter and it said.

"Hi little human, it's me Boo. Thank you for helping me and for being my friend. Let's again meet someday."

From~ Boo.
I smiled and said "So, it wasn't a dream but a reality and now that reality, just became only a memory, but "yes" let's again meet someday."

Short Story

By Maheera Alam

"Hi, Dad"

"Oh my God, they look so pretty!", Aiko squealed in glee as she yanked the covering off the small glass tanks. "How come you never told me about this?", she pouted as she asked her older sister, crouching across the room, feeding the other fishes. "I knew you'd annoy me everytime I'd come here, so I didn't bother. Now shoo, let me work in peace."

Aiko frowned as she got up to leave, and just then she noticed a purple blob with bright green spots moving in one of the tanks at the far corner of the room. She got closer to the tank and spotted a similar fish right next to the original tank, but much smaller. "Ming, what are these called?", Aiko asked with overflowing curiosity, before tapping on the glass walls, trying to get the fishes' attention. "Can't remember; Just got them from a friend two days ago."

Aiko quickly understood that the two of these fish must be of the same species: They look similar, and there's just the two of them. "So this is mommy fish and this is baby fish? Why are they in seperate tanks?", she grabbed the closest fish net and scooped the smaller blob out of its container and gently placed it in the tank next to it.

Ming turned around to see what her sister was talking about, and horror quickly filled her eyes. She wouldn't be able to do anything anyway: It was already too late. The younger fish flapped its fins around for four more seconds before his dad swallowed him whole.

Aiko and Ming watched it all with their jaws dropped to the floor, followed by Aiko leaving the room screaming and crying

The Escape

By Icra Arifin, Class:7, Section:C

Suddenly, the earth shook. Everyone in the hostel gazed around in panic. Crash! The tiles from the wall fell and smashed at my feet. Birds were squawking fearfully. What was happening? An attack again! "Get out of here, it's not safe," yelled the staff, staring at the cracks that were beginning to appear on the walls.

Everyone rushed downstairs out onto the desperate street. The bomb fell just beside our building. I have been living in a bunker for the past two weeks because of this war. This is the second day, I dared to come out to take in fresh air, but everything changed. Boom! Another terrifying noise. Clouds of smoke and ash covered all over the sky. Everyone was

running here and there in search of the bunker. Wherever I placed my eyes, everything was black. The bunker was not that far, but the way became difficult.

Tears escaped from my eyes. Fear of life came to me. My parents were in another country. Thoughts of my parents now roamed in my mind. “Mom, Dad!” I screamed out of fear. I felt guilty, thinking I shouldn’t have come out of the bunker. Would I be able to meet my parents again? Would I be alive anymore? These thoughts made me cry in terror. I had become a lost puppy.

Boom! Boom! More thunderous noises were coming. I ran here and there to save my life. I violently fell on the concrete floor. Blood was all over my legs and hands. My trousers were peeled. I was quitting for a moment, but calling God, begging for our lives. I shook up and got up with my trembling legs, but again fell. While lifting myself, I saw something. “The Bunker!” I shouted and ran to it. I entered the bunker hastily and saw the people inside crouched with fear. I took a deep breath, thanking God. Everything was getting normal, but many people lost their lives again. A bloody death...

Adolescence

By Noshin Salsabil, Class: X, Section - A

History has often described adolescence, or teenage years, as “the messy” in between childhood and adulthood. Society presents teenagers from lazy, immature school kids to reckless children who need to be “protected” from their own stupid decisions. Teenagers are often described as “headphone wearing, mobile- addicted introverts”. None of these descriptions are wrong, actually. However, it is not fair enough to judge them, specially when society itself knows that teenage years are the most challenging years in a person’s life.

The Challenges Faced:

Adolescence is the period of time where children go through lots of physical, emotional and social changes everyday in order to step into adulthood. As easy as these years may seem to other people, these are the very years with the most peer pressure. Most often it is seen that students are pressurized in schools for getting better grades and being the “best”. They are obligated to get into the “best university”. In this highly competitive world, exam grades and certificates are valued more than creativity and knowledge. Then comes the stage where they have to decide what they want to be in the future, what they want to do with the rest of their lives. How do you think these young people take all this pressure? Does anyone ever bother to ask them if they are living their lives as they want to or as society wants them to live it? Teenagers’ mental health is one of the most ignored aspects of society. They

are not taken seriously by people most of the time because of their age. People think that they are just being dramatic, whereas actually they are suffering from inside, but cannot ask anyone for help, fearing of being judged. True, there are spoilt teenagers; there are teenagers who turn out to be criminals or drug-addicts, but these exceptions must not be the reason behind judging the entire teenage community.

Mental Health:

The factors affecting the mental health of teenagers are endless. The more risk factors that teenagers are exposed to, the greater the potential impact on their mental health. Globally, it is estimated that about 14% of 10-19 years olds experience mental health conditions. Yet, sadly, these remain largely unrecognised and untreated. Some teenagers are at a greater risk of mental health due to their living conditions, discrimination, exclusion or lack of access to quality support and services. These include teenagers with chronic illnesses, autism, orphans, or those in forced marriages.

Emotional and Behavioural Disorders:

Emotional disorders are common among teenagers. Anxiety disorders are more common among the older than among the younger teenagers. Studies show that about 3.6% of the 10-14 years olds and 4.6% of the 15-19 years olds experience an anxiety disorder. Each and every teenager goes through depression at one point or another. Depression is estimated to occur among 1.1% of adolescents aged 10-14 years and 2.8% of 15-19 year old. Anxiety and depression strongly affect school attendance and schoolwork.

What is the Solution?

The only one effective thing that elders can do in this case is to talk to the teens with more patience. Be friendly with them. Encourage them to share their feelings with you. Do not be so strict; this will only scare the more vulnerable ones. Be humble and get them to open up with you by gaining their trust. Try supporting them in what they want to do. You get what you give. If you're friendly , your teen will be friendly to you too. Remember that harsh treatment is never the solution , that will only make them arrogant and they'll stop talking to you. And lastly, stop comparing! Everyone is unique. Everyone is different and has different abilities and disabilities. These differences make the world beautiful. You cannot expect yourself to be surrounded by the same type of people all the time, can you?

VISUAL ART

Swapnil Saha, IV - Geranium

Prohor Roy, II - Cosmos

Hiramoni, IV - Gladiolus

Sanon Hayder Chad, III - Dahlia

Annesha Bhowmick, II - Cosmos

Prapti Saha, III - Dahlia

Riddima Das, II - Cosmos

Zariyaat Ruwayfi Tareq, I - Angelica

Jannatul Mimha, I - Angelica

Sunayana Roy, V - Peony

Sharonya Bhattacharjee, II - Castenea

Aradha Saha, II - Castenea

Arbid Rahman, II - Castenea

Projapati Pritha Sarker, III - Dahlia

Muksit Zaman Ismum, III - Dandelion

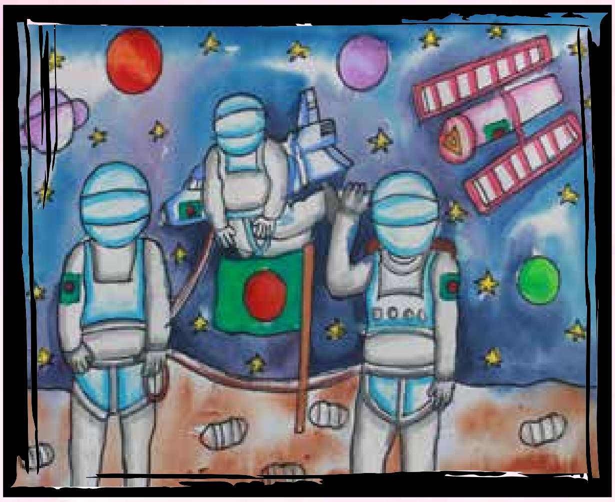

Abdullah Zaman, III - Dandelion

Bushra Afrin, V - Pansy

Juwairiyah Taswaab Tareq, V - Peony

Muntaqim, II - Camellia

Anandita Bhowmick, II - Camellia

Saminul Islam Samim, I - Aster

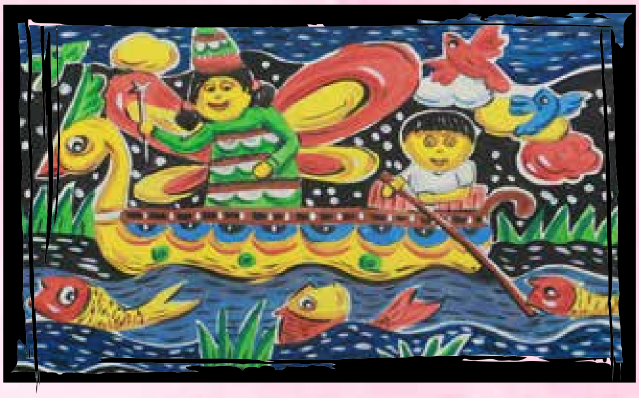

Ibtisama Tasweb Roozbeh, I - Aster

Faraz Hossain, II - Camellia

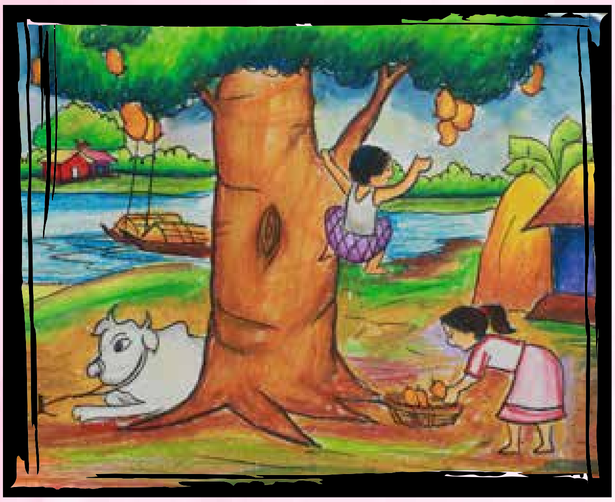

Tryambak Das, III - Dandelion

Zaoata Afnan Ahnaf Nahin, III - Daffodil

Tasmiah Fairoz Kamiee, III - Daffodil

Anta Saha, VI - C

Shrijita Saha, X - A

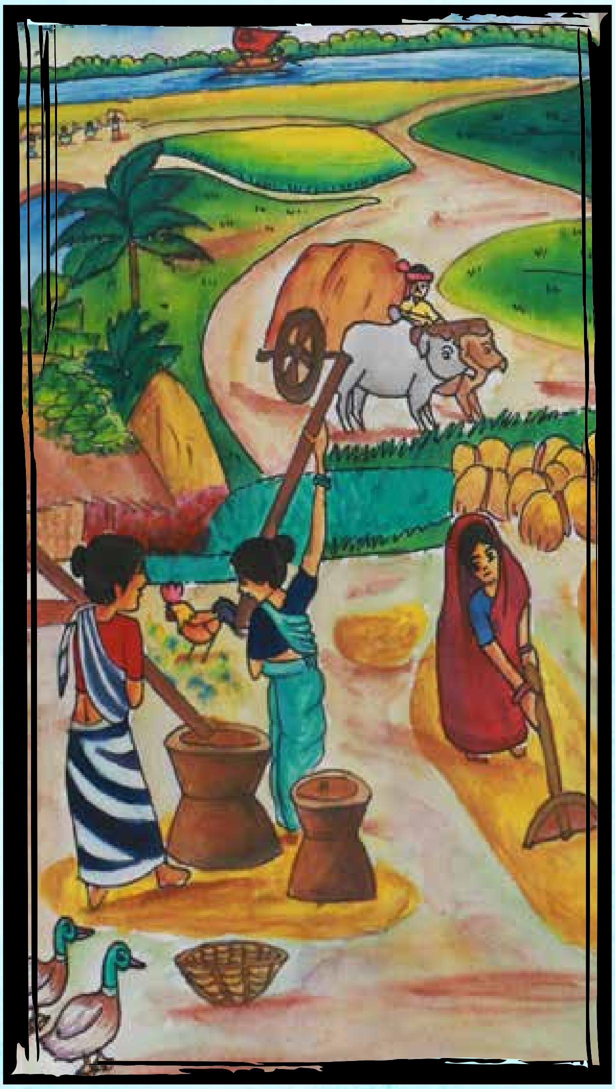

Srijita Das, VII - C

Ananya Saha, VII - B

Sulagno Roy, IX - C

Priyanta Saha, VI - A

Prottoy Saha, VII - B

Rabeya Kalam Rubaba, VII - C

Shovan Bhakta, K.G. II - Wren

Rafiyul Islam Rafi, K.G. II - Peacock

Shobdito Shorbo Das, K.G. II - Peacock

Araf, K.G. II - Robin

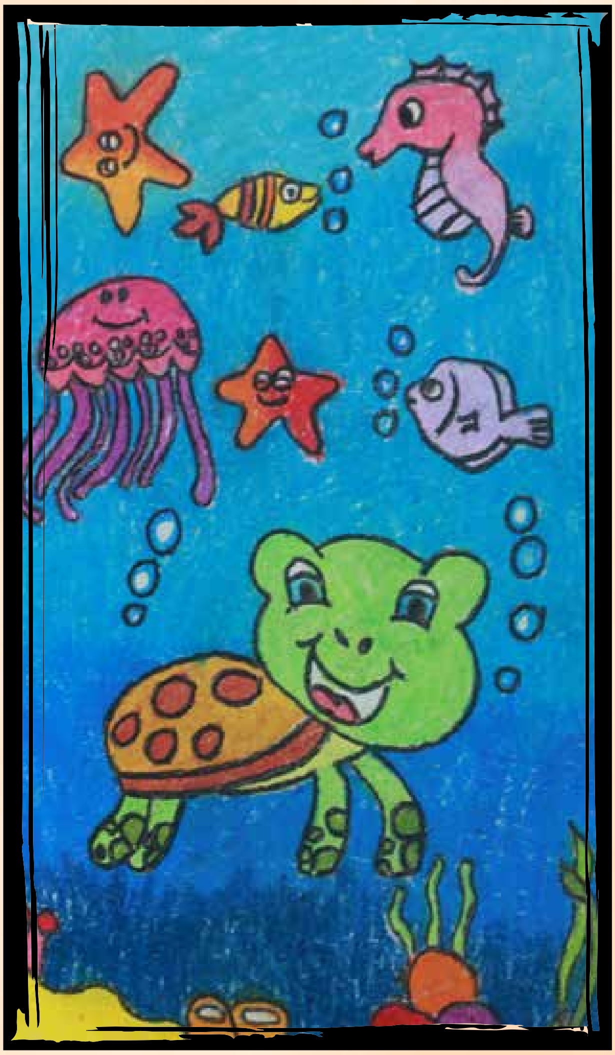

Merisha Jahan Reeha, K.G. II - Robin

Farhan Hossain Mahir, K.G. I - Parrot

Pias Saha, K.G. I - Magpie

Yash Mahim, K.G. I - Dove

Saaiha Binte Tareq, K.G. I - Magpie

Kazi Muaaj, K.G. I - Skylark

Sarthak Bhakta, Nursery - Puple

Md. Ahnaf Al-Aran, Nursery - Blue

Priyank Saha, Nursery - Blue

Farnaz Ahmed Rabsa, Nursery - Yellow

Fatima Rameem Ariyana, Nursery - Blue

Ashfia Mehrin, Nursery - Purple

Zunayra Hayder Meher, Play Group - Green

Krish Debnath, Play Group - Orange

Divyaraj Saha Turjo, Play Group - Green

Salman Al-Farsi , Play Group - Green

Md. Raed Rahman, Play Group - Orange

Asfia Zahid, K.G. II - Wren

TEACHERS' WRITING

রজতজয়ন্তী ও আমরা

- সুস্মিতা সরকার, (কোঅর্ডিনেটর ; মিড সেকশন)

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ১৯৯৭ থেকে ২০২৩
তুমি আজ পঁচিশের টগবগে এক তরুণ
রজতজয়ন্তীতে তোমায় জানাই অভিনন্দন।

পেরিয়ে শৈশব আর কৈশোর তোমার আজ যৌবন
তাই তো "এখন যৌবন যার
যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়"-
এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তুমি
শত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে
চলেছ এগিয়ে দুর্বার গতিতে।

হাতে গোনা আঠারো জন শিক্ষার্থী
আর মাত্র কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে
যার যাত্রা হয়েছিল শুরু।
তারপর এসেছে অনেক বাধা ও বিপত্তি
চলার পথ হয়েছে বন্ধুর
তুমি কিন্তু দমে যাওনি।

১৮ থেকে ১৮০, তারপর সহস্র পেরিয়ে
কি দ্রুততার সাথে তুমি ভরিয়ে তুলেছো
তোমার আপন আঙ্গিনা।

কাণ্ডারী হয়ে ছিলেন সেই "সাত তরুণ"
সাথে ছিলেন সদা
হাস্যোজ্জ্বল কর্মতৎপর আমাদের অধ্যক্ষ।

একে একে এসেছে সাফল্য
দেশসেরা এবং বিশ্বসেরা হওয়ার
তাই পঁচিশেই তুমি অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার !

তোমার রয়েছে অবারিত মাঠ
যেখানে শিশুরা মেতে ওঠে কলতানে,
রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
যেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে,
আমরা হই ঋদ্ধ।

আজ এই বিশেষ দিনে, তোমার রজতজয়ন্তীতে,
সর্বশক্তিমানের কাছে এই প্রার্থনা -
"তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক দিক-দিগন্তে
চারিদিকে ধ্বনিত হোক তোমার জয়গান।"

আমাদের সকলের প্রিয় স্কুল
এবিসি ইন্টারন্যাশনাল ।।

'TIME' TO BUILD A BLISSFUL BOND

Fayez Ahmed, Senior Teacher, O'level English

A child's closest companion, his well-wishers and genuine mentors are his parents — a safe comfort zone. The child, tired of the heat of the world's blunders and complications, breathes a sigh of relief when he comes under the shadow of this tree of trust — his parents. The child corrects his slip-ups from these expert instructors and gets the inspiration to move forward. But although from a distance the catkin flowers throw a dense look; the closer you get to them, the wider distance you explore amid the flowers.

The relationship between parents and children oday is like the deceptive exposure of catkin flowers. From a distance, it seems social and typical, but deep down in many relationships lies an invisible remoteness. The sad thing is, many parents don't realize this growing distance from their children. But why does this happen? Because as parents, we all naturally give more importance to the child's food, education and other basic needs. But for many parents, the psychological aspects of children remain entirely neglected. So many internal disputes with their children remain unknown to the parents. A separate world of detachment is created in the child's life. Desperation and introversion seep into that world.

Many children feel reluctant to express their feelings to either their father or their mother, sometimes both. But in fact, this was not supposed to happen. A child feels characteristically at ease being dependent on his parents. He presents all his cravings to them, entrusts his worries upon them and expects them to act as resolvers. When the parents sit in front of their dear child with a basket of time and interest to know the day's bests and mishaps happening with their school friends, family members and relatives at home, the child also feels adored to candidly share it all.

So initially, you need to be a wide-awake spectator in the auditorium of your children's thoughts. A good listener makes a good speaker. You have to act as a worthy listener to your child. Let him understand that everything in his life is your absolute priority. Let him feel that you are ready to save him if he falls. Let him share his opinion and feelings while making decisions about some family matters. Appreciate all his strong or weak opinions. Encourage them with optimistic affection; discourage them from giving fair clarification. In this way, he will also consider himself an important part of the family, and will progressively become mature and responsible in making decisions. He will also learn to talk to people with confidence. You will also be able to get to the root of his

life's problems and find solutions.

Constantly comparing the child with others is a hindrance in the development of a parent-child relationship. Your relative's child may have topped the class, but your child may not have done well in the exam. His peer may have accomplished something successful in life. Therefore, it's not necessary to think that your child should be able to do the same. His siblings or friends may get along with everyone and talk with confidence. But your child may feel uncomfortable talking to people. Instead of blaming him for this, think about your role in the improvement of this condition. Your proper nursing will help your child have a thriving personality.

The Almighty has sent every human being in the world with some exceptional individualities and potential. So, plan how to use your child's distinctive features to his advantage. You be the coach. No one else except parents is competent to provide selfless service for their children. Nevertheless, while preparing the child to survive in this competitive world, you have to measure the child's aptitude to take preliminary pressure. Let him get gradually accustomed to many affairs. This will indeed deepen your bond.

In this era of predominant technology, the internet and mobile are stealing away a large part of the day from family members. An alternative society is now built through virtual means. Both parents and children are addicted to this simulated community.

This fake social cuboid gradually turns your children into an anti-social existence and limits the blissful parent-children colloquy. Children learn to measure their worth by the virtual likes, reactions and comments of their followers rather than by the actual praise or criticism of their parents. So, support each other to socialize in real life by taking both of your eyes away from the screen-based fake society.

****

In this capitalistic world, parents and children are busy chasing success. In some families, the father is busy with his job or business all day. Somewhere else both parents are busy with their professions. The child's life is also not stable. To build a bright future, apart from schooling and coaching, many other enrichment courses also keep the child very busy. Time turns into a blue moon for them. When children are completely dependent, they need the warmth of their parents. Unfortunately, life's stuffy schedule makes many parents incapable of diffusing that warmth. Some even have their children raised by a housekeeper or legal guardian. As a result, the relationship becomes unemotional, and only social responsibility remains. When a child grows up, he forgets the role of his parents in his life. Once the child also gets busy with his profession and friends. He no longer finds time then to give to his parents. In taking care of parents there lies a promise of Allaah's pleasure and heaven for the children. Yet, there seems a reluctance among children to accept this precious opportunity.

In this way, while scripting the story of success in life, sometimes the children are left alone in a chapter of that story, and sometimes their parents are.

Your child is an entrustment given to you by the Almighty. This wealth of yours today will be your accountability hereafter. Therefore, from the age when the child is meant to live under close shadowing of the mother, reduce your work and offer quality 'time' to them. Before the complicated thoughts of the world take control of the child's mind, introduce him to the world yourself. Your 'time' contains a remedy to strengthen this bond. Indeed, it will also be an incomparable gift for your children.

এবিসি ও আমার পঁচিশ বছরের পথচলা

পলি সাহা, একাডেমিক কোঅর্ডিনেটর, কে.জি. - টু

২৫ বছর !

শব্দটি ছোট কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। এর গভীরতাও অনেক। আমার ভাললাগা, ভালবাসায়, আমার সুখে-দুঃখে এবং হাসি-আনন্দে মিশে আছে ২৫ বছর। ছোট একটা চারাগাছ তার অবস্থান পরিবর্তন করতে করতে আজ শক্ত শিকড়ে মাটির গভীরে গিয়ে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যখনই ভাবি আমি এই বিশাল বৃক্ষের একটা অংশ, তখনই মন পুলকিত হয়ে ওঠে, শিহরণ অনুভব করি শিরায় শিরায়। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমি এবিসি তে শিক্ষিকা পদে যোগদান করি। তখন এখানে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় পারভীন আক্তার ম্যাডাম। আমি ম্যাডামের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে অনেক কিছু শিখেছি। কত স্মৃতি, কত ভাললাগা মনের গভীরে জমা হয়ে আছে। কত মুখের ছবি ভেসে বেড়ায় স্মৃতির পাতায়, কাঁদিয়ে কারো পরপারে চলে যাওয়া, কারো বা প্রয়োজনে দূরে চলে যাওয়া, আবার কারো অবসরে যাওয়া। ছোট ছোট হাত ধরে শেখানো শিক্ষার্থীরা আজ কত বড় হয়েছে। এই পঁচিশ বছরে অনেক শিক্ষার্থীদেরকেই পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। ওদের সাফল্যের কথা যখন শুনি, তখন একজন শিক্ষিকা হিসেবে সত্যিই গর্ববোধ করি। এবিসি আমার কাছে শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না, এটি আমার প্রাণের জায়গা। সাথে আছে প্রাণের সহকর্মীরা। আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে পেয়েছি দক্ষ ও আন্তরিক পরিচালক মন্ডলী। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল, এই দীর্ঘ সময়ে এই বিদ্যালয় থেকে অনেক শিখেছি। শিক্ষা পেয়েছি মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং সহনশীলতার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেয়েছি এখানে, যা আমাকে পেশাগত দক্ষতা অর্জনে আরো বেশি সহায়তা করেছে। আমি আরো শিখতে চাই এবং সেই শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চাই শিক্ষার্থীদের মাঝে। যতদিন বিধাতা শারীরিক, মানসিক সক্ষমতা রাখবেন, ততদিন এবিসির চলার পথের অংশ হয়ে চলতে চাই। পরিশেষে, আমি আমার এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

My Indelible epochs with ABC International School

Mita Chakrabarty, Teacher, Class-V, English Language

ABC International School is going to celebrate 'Silver Jubilee' this year. On this auspicious day, I am very delighted to reminisce those phenomenal days full of struggle, hard work as well as marvelous dreams. I have been working as a teacher in this school since 1998 for about 25 years. It has been an awesome journey ever since. I wonder, how many memories and words are there with this school. My glorious journey of 25 years is just like a blink of eyes or a page just turned over. Looking back, I can vividly recollect the indelible days. Madam Parveen Akter was our founder Principal. The school was established to impart international standard education for the children of Narayanganj at Jamtala with only 16 students and 8 teachers. That time this school was upto class-II. I joined here as the class teacher of class-II that had only four students. Wow! Still now, I can reminisce the eminent sweet students of first year of my teaching life. Even it happened, all (four students) were absent due to heavy rainfall and my classroom became completely empty. But now, there is a magical change! Only one class consists of near about hundred students. It has become possible for the honesty, dedication, hard work and will force of the school committee and all the teachers. I have been enjoying my job very much since the beginning and think myself as a member of 'ABC Family'. My experience has taught me a great deal of discipline and time management. Hope, the reputation of this school will expand in the near future. I pray to my Ishwara to continue my duties as a teacher with success and sound health for a long time in this school.

Sense of Women Empowerment at School

Poly Sarker, Teacher of English Language and Literature of class VI &VII

We will be celebrating the 25th jubilee of ABC International School. It is an extraordinary anniversary for the whole academic community and the obvious reason to be proud of it.

ABC International School began its journey in 1997. This school was the dream of seven honorable visionaries who wanted it to contribute more than a mere educational establishment can to a society. The offerings

of the school are not bound to the pages of the textbooks only. Rather it contributes into bolstering moral values and traditions into the young hearts with great care. However, the best one I have found among the offerings of this school, the lion's share of whose teaching team comprises women, is the women empowerment.

The first person who laid the foundation of women empowerment in my mind is our own honorable founder principal and advisor, Parveen Akter madam. She reared ABCIS as her "child" and ensured the teachers performing their jobs to the best of their abilities. A woman with strong personality and a trait of perfectionism, she monitored the classes and other academic activities with keen eyes. She is a great mentor and with her dedication and hard work, she trained the teachers and upgraded them. However, she had to shift to Dhaka. But her bond with ABCIS was never severed. The way she guided the teachers and performed her duties to this school, undoubtedly, sets her high in my mind as an example of women empowerment.

However, the concept of empowering oneself is a disputed topic and very hard to define and measure. Yet, I feel fortunate to have another woman, Poly Saha, who I had been a co-teacher with, helped me get rid of the awkwardness of a new recruit. I had been a student when I joined the school in 1998. I barely had any experience related to teaching. However, I was lucky enough to find a very helpful mind in Poly Saha. At the first day I had a demonstration from her class. Her unconditional assistance propelled me towards empowering myself.

Another remarkable lady was our ex-VP Munmun madam. Although hers was a short tenure, her contribution in every sector of ABCIS' academic activities and advising teachers effectively has set her as another example of women empowerment the school can have.

Nevertheless, when talking about women empowerment, one should not forget our dearest Kona madam, a kind hearted and hard-working woman, who with honesty to the duties and a visionary mind, conducted school activities smoothly. She looked after and ensured the academics provide better education to the students. However, her untimely departure has left us with grieving hearts.

Through ups and downs, the school has reached its zenith point of success by every individual's effort and growing the sense of women empowerment to every student through education. The topic carries a lot of importance as half of the humans breathing on earth are women who possess the same amount of gray matter in their skull. There is no way that one civilization can deny women empowerment and claim it a development. I believe that education that we provide will instill the idea of this very significant topic into the young minds and thus bring out future leaders, inventors and visionaries from them. I am really proud being the part of this school.

করোনার অমানিশা- আমাদের পথের দিশা

আফরোজা বেগম তন্দ্রা, সিনিয়র একাডেমিক কোঅর্ডিনেটর (জুনিয়র সেকশন)

সুন্দর পৃথিবীটা ভালো মন্দ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সুন্দর ভাবেই। হঠাৎ করেই করোনার করাল গ্রাসে থমকে গেল সব কিছু, কিছু সময়ের জন্য । সব কিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল। একে একে সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। জীবনযাত্রা অচল হওয়ার পথে। বন্ধ হওয়ার মিছিলে প্রথমেই যোগ দেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে গেল ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ। এই চরম ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এগিয়ে এলেন স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী। দ্রুত সভা করে তারা অনলাইনে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম পুরোদমে চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সাদেকুর রহমান মনির স্যারের পরামর্শে পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আজীজুর রহমান স্যারের উপর এর দায়িত্ব পড়ে অনলাইন কার্যক্রম চালনা করার। শুরু হয় প্রস্তুতি। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর শুরু হয় প্রস্তুতিমূলক ক্লাস। সফলভাবে তা শেষ হলে একে একে সবগুলো শাখায় তা চালু হতে থাকে। সাময়িক স্থবির হয়ে যাওয়া শিক্ষা-কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সচল হতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই এ ব্যবস্থার আওতায় পুরো স্কুল চলে আসে। করোনার ভয়, অভিভাবকদের শঙ্কা সব কেটে যেতে থাকে ক্রমে ক্রমে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় কার্যনির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল মোনায়েম স্যার এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল হাই স্যার তাদের জোরালো সহায়তার হাত আমাদের দিকে সব সময় বাড়িয়ে রেখেছিলেন। সবার সহযোগিতায় এবং আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে সফল ভাবে আমরা এই কার্যক্রম কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি।

অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থায় জুনিয়র, মিড, সিনিয়র শাখার শিক্ষকরা সবাই খুব যত্নের সাথে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্লাস নিয়েছেন। সবাই অনলাইনে সরাসরি ক্লাস নিয়েছেন । যথাযথ নিয়ম মেনে ছাত্র ছাত্রীদের অনলাইনে পরীক্ষাও নেয়া হয়েছে এবং রেজাল্ট ঘোষণা করা হয়েছে । নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার উপর ক্লাস ছাড়াও সব ধরনের কার্যক্রম সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

জুনিয়র শাখার কথা বিশেষভাবে বলতেই হচ্ছে। কারণ, জুনিয়রের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এই অনলাইন ব্যাপারটা ছিল একেবারেই আলাদা। এটা ছিল তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং। স্ক্রীনের সামনে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের বসানো, ক্লাসের পুরো সময়টা তাদের ধরে রাখা শিক্ষকদের জন্য ছিল আরো বড় সাহসিকতার কাজ। মূল বিষয়ের পাশাপাশি তাদের চিত্রাঙ্কন, গান, নাচ, খেলাধূলা এবং হস্ত শিল্পের উপরও নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয়েছে।

একই ভাবে প্লেগ্রুপ, নার্সারির মূল্যায়ন করা হয়েছে । অনলাইনে মূল্যায়ন করার ধরণটা যেহেতু অভিভাবকদের কাছে একেবারেই নতুন ছিল, তাই মূল্যায়ন করার আগে অভিভাবকদের সাথে রেখে প্রস্তুতিমূলক ক্লাস নেয়া হয়েছে।

কে. জি. - ওয়ান, কে.জি. - টু তে সফলতার সাথে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। জুনিয়র শাখায় অনলাইনে ক্লাস পার্টিও করা হয়েছে। অনেকদিন এই ক্লাস পার্টির ছবি ফেসবুকের টাইমলাইন দখল করে ছিল। শ্রদ্ধেয়

পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আজিজ স্যার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে ভাগ করে, বিভিন্ন সময়ে মিটিং করে এ সকল কার্যক্রমকে সক্রিয় রাখেন।

এই অনলাইন কার্যক্রমের আওতায় ও-লেভেল, এ-লেভেল পরীক্ষা ও থেমে থাকেনি। শিক্ষার্থীদের অনলাইনে পরীক্ষা নিয়ে সে কপি মূল্যায়ন করে ফলাফল এডেক্সেল বোর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীতে 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়, যা ছিল এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের স্মরণযোগ্য সাফল্য।

অনলাইনে শিক্ষকদেরও টেকনিক্যাল অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যা এখন সকলের কাজে লাগছে আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বৃটিশ কাউন্সিল আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে সারা দেশের মধ্যে সেরা দ্বিতীয় স্থানে অভিষিক্ত করে এবং সার্টিফিকেট প্রদান করে যা সত্যিই অত্যন্ত সম্মানজনক।

পরিশেষে বলতে চাই, এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনে আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্কুল এগিয়ে যাক দৃঢ় পদক্ষেপে এবং পৌঁছে যাক সাফল্যের চূড়ায়। সফলতার বিজয় কেতন তুলে ধরতে আমরা কখনোই পিছপা হবোনা। আজ এ প্রতিষ্ঠানের রজত জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। সকলের সঙ্গে আমিও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করছি।

পরীর দেশের রাণী

- মোঃ নিজামউদ্দিন, Teacher, Class –V , Subject: Bangladesh Studies.

পরীর দেশের রানী আমি উড়ে উড়ে যাই,
এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি বন্ধু কোথায় পাই।
ঐ যে তুমি দাঁড়িয়ে আছো বন্ধু হবে এসো,
সাতটি রঙের আকাশ দেবো মোদের ভালোবেসো।
বাসলে ভালো তুমিও দেখো ভাসবে প্রীতির জলে,
সেই জলেতে খেলবো মোরা খেলবো সবাই মিলে।

(আমার ছোট্ট আম্মুর প্রতি)

অনুকূল সূচনা স্মৃতির পাতা থেকে

নিগার সুলতানা, শিক্ষিকা (মিড সেকশন)

আমাদের প্রাণের স্কুল "এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল" এর ২৫ বছর, মানে রজত জয়ন্তী পূর্ণ হয়েছে। আমারও এখানে চাকরী জীবনের ২৫ বছর। আমার ৫০ বছর জীবনের অর্ধেক মুল্যবান বছর গুলো আমি এখানে কাটিয়েছি। তাই এই স্কুলের প্রতি আমার মায়া, দরদবোধ অনেক। অনেক অনেক আনন্দ, দুঃখ,বেদনা,জীবনের যত আবেগ আছে সব মিলেমিশে আমি আমার ২৫টি বছর কাটিয়েছি এখানে। এ বছর ২৩ তম ব্যাচ ও লেভেল দিবে। ভাবতে অবাক লাগে আমার হাত ধরে ২৩ টা ব্যাচ চলে গেল। আমার স্টুডেন্টরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করছে, চাকরি করছে। টিচার হিসেবে এটা আমার জন্য অনেক গর্বের। আর এখানে এত বছর দক্ষতার সাথে যে কাজ করলাম,আমাকে একজন দক্ষ টিচার হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে একজন মানুষের অবদান অনেক। আমার এই ২৫ বছরের স্মৃতিচারণে তার কথা কিছু বলতে চাই। তিনি আর কেউ নন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ পারভীন ম্যাডাম। সময়টা খুব সম্ভবত নভেম্বর ১৯৯৭, তখন মাকসুদ স্যার আমাকে বললেন নারায়ণগঞ্জ-এ একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে, এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আমি চাইলে এই স্কুলে যোগদান করতে পারি। তখন স্যার ওখানেই চাকুরী করতেন, আমি রাজি হলাম, কারণ আমার শিক্ষকতায় আকাঙ্ক্ষা ছিল বেশি। নভেম্বরের মাঝামাঝি ইন্টারভিউ এর ডাক আসলো। আমি সময়মত স্কুলে চলে গেলাম। স্মৃতিচারণ করলে মনে পড়ে, স্কুলটা ছিল মাসদাইর, বর্তমানে যেটাতে Sky kitchen সেই বিল্ডিং এবং তার পাশের বিল্ডিং একত্রে ছিল আমাদের স্কুল। আমি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল পারভীন ম্যাডাম এর কক্ষে গেলাম। প্রথম দেখাতেই খুবই পছন্দ হল ম্যাডামকে, পাশে বসে ছিলেন টিসু ম্যাডাম, দুজনেই প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং স্মার্ট। আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম, কিন্তু তাদের হাসি মাখা মুখ আমাকে সহজ করে দিলো। টিসু ম্যাডাম তার কক্ষে নিয়ে আমাকে একটা Exam পেপার দিলেন। তার পাশে বসেই লিখলাম। এখানেই শুরু। কিছু দিন পরে একসাথে কিছু নতুন মুখের শিক্ষকদের সাথে দেখা হল। পলি সাহা, বনি, ফরিদা, লুনা মিস, আয়েশা, শম্পা মিস আরও অনেক মিস ও স্যার, সবার নাম মনে আসছে না। জানুয়ারিতে নতুন ক্লাস শুরু, তাই টিচার্স ট্রেনিং হবে পুরো একমাস, ট্রেনিং করাবেন টিসু ম্যাডাম। উনাদের সেই সময়ের ট্রেনিং আমায় দক্ষ টিচার হতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি আমাদের কয়েকজনকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে স্পোকেন কোর্স ও করিয়ে এনেছেন। এই যে আমি ২৫ টা বছর এই স্কুলে দক্ষতার সাথে কাটিয়ে দিলাম এর পুরো কৃতিত্ব পারভীন ম্যাডাম, আর টিসু ম্যাডামকে দিবো। কিভাবে ক্লাস করবো তার পুরো ডেমো আমাদের ট্রেনিং এ শিখানো হত। এমনকি আমাদের তখন হাতের লেখার চর্চাও করানো হত। আমাদের খুব ছোট ছোট বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হত, যাতে আমরা ছাত্রদের ১০০% দিতে পারি। যেহেতু আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি সেহেতু স্কুলের প্রথম থেকেই বলি, আমি খুব কাছে থেকে পারভীন ম্যাডামকে দেখেছি স্কুলটাকে কত যত্নে বড় করেছেন। সারাক্ষণ চিন্তা ছিল ছাত্রদের জন্য কি করলে ভালো হয়, তাই আমরাও ম্যাডামের আহ্বানে সারাক্ষণ নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে ভাবতাম, ম্যাডাম খুব যত্ন করে সেগুলো যাচাই বাছাই করতেন। ম্যাডাম কে খুব ভয় পেতাম, অথচ ম্যাডাম কোনদিনও বকা দেননি, ভুল করলে হাসি মুখে ঠিক করে দিতেন, তাকে সম্মান করতাম। ম্যাডামের চোখে কখনো কোন ভুল এড়িয়ে যায়নি, মাঝে মাঝে আমি হাসতে হাসতে বলি ম্যাডামের এই গুণটা আমাদের সুস্মিতা মিস এর মধ্যেও আছে। শুরু টা খুবই কষ্টের ছিল, সবাই আমরা প্রায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্কুলে থেকে কাজ করতাম, আমরা তখন স্কুল টাকে গড়ছিলাম। নতুন নতুন সিলেবাস তৈরি করতাম। নতুন কিছু তৈরি করতে খুব ভালো লাগত তখন, কারণ ম্যাডাম আমাদের কাছে সারাক্ষণ এগুলো আশা করতেন। আমাদের প্রথম ক্যাম্পাসে কাজ করেছেন এমন আমি সহ পলি সাহা, মিতা মিস এবং স্বপন ভাই আছে। আলহামদুলিল্লাহ দুইবছর পরেই আমাদের স্কুলের এত উন্নতি হল যে আমরা নতুন ক্যাম্পাসে চলে এলাম, লুৎফা টাওয়ার এর পাশে আমাদের

নতুন ক্যাম্পাস হলো। এটা আরো সুন্দর ক্যাম্পাস হলো। নতুন নতুন আরো অনেক টিচার যুক্ত হলেন। মোনায়েম স্যার, কনা ম্যাডাম, মুনমুন ম্যাডাম, সাদিয়া ম্যাডাম, সুস্মিতা মিস, মুনমুন মিস, কামাল স্যার, পলি সরকার, কানিজ মিস, রিনা মিস আরো অনেক নতুন টিচার। তখন ম্যাডাম নতুন নতুন বই কালেক্ট করার জন্য আমাদের কয়েকজন টিচারকে প্রায়ই এলিফ্যান্ট রোড নিয়ে যেতেন। তারপর বলতেন, তোমরা বই খুঁজে বের কর যেটা ছাত্র দের জন্য প্রয়োজনীয়, টাকার চিন্তা করোনা। এসব জার্নিতে পারভীন ম্যাডাম এবং টিসু ম্যাডাম যে কি মজা করতেন! এখনো অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। খুবই মজার এক স্মৃতি শেয়ার করি - একবার ম্যাডাম আমাদের বাণিজ্য মেলায় নিয়ে গেলেন, স্পোর্টস গিফট কিনব, আর স্কুলের জন্য কিছু দরকারী জিনিস। পারভীন ম্যাডাম, টিসু ম্যাডাম, লুনা মিস, আমি, সিলভিয়া মিস, মাকসুদ স্যার গেলাম, জীবনে এই প্রথম বাণিজ্য মেলায় গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমি আর সিলভিয়া মিস সবাই কে হারিয়ে ফেললাম তখন মোবাইল ও নেই, কি করব ভেবে মেলা থেকে বের হয়ে গাড়িতে সবার জন্য অপেক্ষা করতে এসে দেখি মাকসুদ স্যার ও গাড়িতে, সেও হারিয়ে ফেলেছে সবাইকে, আমিতো ভয়ে শেষ! তাহলে জিনিস পত্র কে নিবে! এই কথা ভেবে আমাদের স্ট্রোক করার মত অবস্থা। অনেকক্ষণ পরে সবাই আসল খুব ই ক্লান্ত এত জিনিস তিনজনের হাতে, আমরা তো লজ্জা আর ভয়ে চুপ হয়ে গেছি। এদিকে লুনা আপাও বকা দিচ্ছে, কিন্তু ম্যাডাম আর টিসু ম্যাডাম কিছুই বলছেন না। শুধু বললেন নিউমার্কেট যাবো, আরো কিছু কেনাকাটা আছে। নিউমার্কেটে নেমে ম্যাডাম এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন যার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না, একটা খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বললেন, নিগার আর সিলভিয়া আমাদের খাবারের সব বিল দিবে কারণ ওরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, তারপর তার সেই প্রাণবন্ত হাসি। সেদিন ম্যাডাম কে খাওয়াতে পেরে আমি সত্যি খুবই শান্তি পেয়েছিলাম। পাশাপাশি সেদিন ম্যাডামের প্রতি আরো সম্মান বেড়ে গিয়েছিল। পারভীন ম্যাডাম জানতেন কাকে দিয়ে কি কাজ করানো যাবে। অনেক সময় মনে হতো আমিও তো জানিনা আমি এই কাজটা পারি, ম্যাডাম কেমন করে বুঝলেন! সব টিচারকে কাজে লাগাতেন এক একটা প্রোগ্রামে। ম্যাডাম কোথাও গেলে তার মাথায় সারাক্ষণ স্কুল থাকত, কোথাও কিছু দেখলে সেই আইডিয়া টা স্কুলে এসে আমাদের বলতেন ওটা সম্পাদন করতেন এবং সবাই কে যুক্ত করতেন। আরেকবার ম্যাডাম এসে বললেন, নিগার তোমার হাতে ১ মাস সময় তুমি কাকে কাকে সাথে নিবে বলো, পছন্দ মত নাও। নিউ ইয়ারে প্লে-গ্রুপ এর জন্য একটা বই বানাবো যেটা "এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল" এর নিজস্ব বই হবে। প্রথমে তো শুনে আমার মাথা নষ্ট; বই আমি বানাব! যাই হোক কাজে লেগে পরলাম। কামাল স্যার বইয়ের প্রচ্ছদ করে দিলেন ভিতরের কাজ আমি, স্বর্ণা মিস এবং নায়লা মিস মিলে শেষ করলাম, যখন বইটা প্রিন্ট হয়ে আসার পর ম্যাডাম হাতে দিলেন আর ভিতরে আমার নাম লেখা দেখে আমি সত্যি সেদিন আনন্দে কান্না করে দিয়েছিলাম। সত্যি ম্যাডাম এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। এখনো বইটা যখন দেখি তখনই আনন্দ লাগে। একবার ম্যাডাম মনে হয় ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন সেখানে একটা স্কুলে কিছু Face এর ছবি, এখন যে আমরা ম্যাসেঞ্জারে Smilling face, Crying face এর Emoji দেই ঠিক সেরকম একটা ছোট ছবি হাতে দিয়ে বললেন এটার বড় বড় পোস্টার কর, আর কামাল স্যার তখনকার আর্ট স্যার যিনি এখন কানাডা প্রবাসী তাকে দেয়া হল ছোট ছোট শিক্ষনীয় গল্প লিখে গল্পের সাথে মিল রেখে ছবি এঁকে পোস্টার বানাতে। যখন এই পোস্টার গুলো চাষাড়া ক্যাম্পাসের দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো হলো নিজের কাজে নিজেই মুগ্ধ হলাম। এখন মোবাইলে ইমোজি দেখে আমার সব সময়ই পারভীন ম্যাডাম এর কথা মনে পড়ে, ম্যাডাম তো এগুলো আমাদের বহু আগেই শিখিয়েছেন। তাই বলতেই হচ্ছে "এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল" শুধু নারায়ণগঞ্জেই নয়, বাংলাদেশের সেরা স্কুল গুলোর অন্যতম। এসবের পিছনে আমাদের স্কুলের পরিচালক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাহায্যকারী কর্মী সকলের অবদান অনেক। তারপরও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে পারভীন ম্যাডামের অবদান কেউ ভুলবে না, এখনো আমরা যারা উনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি সবার হৃদয়ে ম্যাডাম একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি গর্বিত যে আমি পারভীন ম্যাডামের কাছে কাজ শিখেছি।

Questions and answers

Susmita Sarker, Teacher (ABC International School)

Why do lizards throw away their tails? Why does the tail keep moving even after it is dropped?

When a lizard is attacked by an enemy, it drops its tail. But even after being separated from the body, the tail continues to move. It is actually a part of its defense mechanism. Enemy gets busy with the moving tail. In between, the lizard runs away and saves itself. The muscles of the dropped tail still remain active. A lizard's dropped tail can move for about half an hour.

Why do humans have problems hanging upside down but not Bats?

Both humans and bats are mammals. But the bat's special ability is that it can fly. However, its flight characteristics are not like those of birds. It cannot fly upright like a bird. That's for its little feet. On the contrary, it is convenient to leave a place by flying. Again, there is one-way blood flow inside the heart of the bat. Even if it is reversed, the blood flow path does not cause problems. But if a person is upside down, his/her blood circulation problems can cause death. His/Her blood pressure may increase. Heart rate may decrease. Problems like hernia may appear.

Why doesn't Earth fall out of orbit?

Sun pulls earth towards itself due to gravitational force. The mass of the Earth is inferior to that of the Sun. As a result, due to the force of gravity, the earth should directly go into the sun. But it moves in a certain orbit. It doesn't fall. How is this possible? This is possible as the sun pulls the earth using the force of gravity. On the other hand, the earth moves forward along a straight line. That means two forces are working here. One is the attraction of the sun, the other is the motion of the earth along the straight line.In the pull of these two motions, the Earth simultaneously wants to move towards the Sun and away from the Sun. We call this matter the mixed result of two forces or resultant. For this reason, the earth revolves in an elliptical orbit around the sun. If it wasn't for the fact that the Earth was moving forward in a straight line, it would have crashed right into the Sun. That means it would have burnt down to ashes. If there was no pull of the sun's gravitational force, it would be difficult to say where in the universe the earth would go by moving in a straight path.

The Day when I did a Sherlock Holmes!

By Faisal Ahmed, English Language and Literature Teacher, Class: VI, VII &VIII

In a sunless, sullen September afternoon, I was in a state of euphoria as I was getting ready to attend a party. Attired in my best Sunday outfit, I was all set to kick off my bike. But it was only when I started my two-wheeler, I realized that I had left the papers of my bike upstairs. Hopping off my bike I scampered all the way up to my wardrobe drawer where I usually put my driving license and bike's papers. As soon as I pulled out the struck drawer, my eyes widened in disbelief as my driving license was there but the bike's papers weren't! Suddenly my mind darkened with the clouds of concern and it got clear as suddenly as it got dark, because I remembered that I had to return home fully wet on the yester rain-soaked night, and I put the papers under the ceiling fan to dry off.

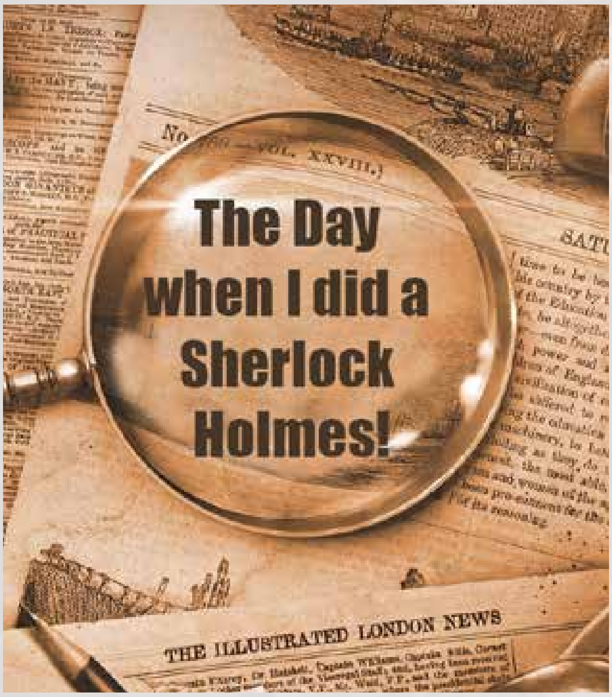

In a fraction of a second, I darted there only to find my papers missing again. Immediately I searched here and there and then everywhere. I checked under the bed, under the couch, behind the almira and through the balcony. But it was nowhere. Nowhere means nowhere. While my blood was boiling with rage with every passing second, beside me was standing our tall plumpish domestic help grinning like a Cheshire cat for some unfathomable reasons. The sight simply fanned the fire of fury in my heart. I snorted. I snarled. I bombarded her with every ugly words I had in my brain assuming that she had possibly swept away my bike's papers during cleaning the room. With sweats already oozing out of my body like Niagara Waterfalls I started rummaging through the whole house and so was every member of our joint family, except one, much to my suspicion. When I was almost sure that my bike's papers had been stolen, our domestic help, all on a sudden, burst through the door, screaming triumphantly at the top of her voice. "Vaiya, I have got it!! On the roof of our neighbor", the maid was gasping for her breath. I ran to our balcony like Usain Bolt used to do at his best sprinting days, and saw the papers lying on our neighboring roof. At once, I headed for the neighbor's roof, wondering who might have thrown it there, and picked the papers only to be taken aback! The papers were crumpled, wet and stained with something I immediately couldn't figure out. Upon returning home with my papers,

as I tried to investigate who might have done this, I went back to the table where I put the papers to dry off. As I was scrutinizing the area, I, to my utter surprise, observed that the table was still moist with tea.

Immediately, I could sense that the stain I found on my papers was of nothing other than tea. Intrigued by the whole matter, I interrogated every one of my family, but they all denied the accusation. Their denial left me absolutely flabbergasted and prompted me to look for some more clues to catch the culprit. As I was scanning the incident-zone, suddenly I discovered in our unwashed-laundry basket a three-quarter pant partially wet with what, I guessed, was tea. “I see...”, I mumbled as I finally found the missing part of the jigsaw puzzle, and was very close to catching the offender. The three-quarter pant belonged to the man who, I saw, was cool and oblivious during my frantic searching. He was in a habit of spilling tea on table all too often and wiping that with whatever he got nearby to escape his mom’s verbal thrashing. The whole incident left me with no doubt that he’d thrown away my papers after wiping the spilled tea. And despite the entire hullabaloo, he was still browsing his mobile in the most defiant of its manner with earphones perched in his ears as if nothing had happened.

Colours Of Season

By Shilpi Saha, Games Teacher

Summer peeps proudly behind the fleecy clouds
As autumn sheds its skin
And yowls wildly into the crisp of light air….

The moon shines like blue diamond
Upon the white frost
While spring sleeps and dreams of the yellow tint of autumn
Seasons change and fall like rushing tides
Years pass along the wind like the scattering of thousand leaves

Another gone
Another here
And another sleeping patiently,
Waiting for its time to open anxious eyes.

Depression

-How I went though it and you can to

By Abida Marwa, Class: IX, Section: A

Nowadays most of the world's population is suffering from one serious problem that is depression. Depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest and can interfere with your daily life. "Depression is anger turned inward" said Sigmund Freud. Teenagers, adults and even kids are also enduring this type of misery. Like adults, kids in this generation fights with depression by the combination of things like-family issues, life events, physical health and many more. Unlike teenagers, they actually get through tough time facing depression, from high school students to college or university students are more likely to go through it. Depression can lead to suicide and many people have also done that.

I, myself, had a tough time suffering from depression but I got through it by the help of Liam, my friend who was a complete guiding light for me. My life was perfect until I gave the last final exam of class VIII which totally turned my life upside down. I lost someone for my stupidity. I was so full of myself back then that I forgot who I was.

Liam is my friend whom I knew from class V, and we lost contact many times but I do not know if it is fate or not we actually make it up by apologies. I was always the one saying sorry first every time until now. This time I made a huge mistake by leaving him for a rogue friend, who was just using me and when I found out I realized that I lost in life and I should have listened to Liam. Guiltiness was eating me up inside. He gave me everything as a friend but I was horrible to him. Liam is an epitome of kindness with everything and he also got the mystical power to uplift my spirits in the bleakest of days. After that incident, Liam kept ignoring me. I also failed some subjects which made things worse. My parents were pressurizing me a lot to study hard and I am but one thing that is never leaving my mind was Liam, if he were here he could have helped me study.

One day, all of a sudden Liam sat beside and asked how I was. I was thunderstruck for a while but soon came to my senses as he waved in front of my face. I could not help but tell him about everything that was going on

in my life as I sobbed. He eventually forgave me and told he would help. Well, he is a man of his words. With his help I was again back to my normal life. Liam, my best friend, he helped me a lot with this even though I hurt him. I dream in colors borrowed from him.

I consider myself fortunate to have crossed paths with such wonderful human being; I wish that in next life we will rebound again as brother and sister if God gives us a chance.

"You will have bad times, but they will always wake you up to the stuff you weren't paying attention to", Said Robin Williams. Depression may occur with other mental disorders and other illnesses, such as diabetes, cancer, heart disease, and chronic pain. Depression can make these conditions worse.

Being a teen is hard, you have to face many troubles like- bad grades that make the relation with parents go worse, bullying, relationships and many more. These things are the main reason for depression among us, students. Social media does not actually help with this stuff. Indeed, A 2017 study of over half a million eighth through 12th graders found that the number exhibiting high levels of depressive symptoms increased by 33 percent between 2010 and 2015. In the same period, the suicide rate for girls in that age group increased by 65 percent.

Some experts see the rise in depression as evidence that the connections social media users form electronically are less emotionally satisfying, leaving them feeling socially isolated."The less you are connected with human beings in a deep, empathic way, the less you are really getting the benefits of a social interaction," points out Alexandra Hamlet, PsyD, a clinical psychologist.

There might be many other people like me; to them my suggestions will be-

- If you feel alone just share it with someone you trust and if you have trust issues then do not just write it in a diary.
- Whenever your parents give pressure about studies, just study! Try finding fun things in study and you will not feel pressurized.
- If you have suicidal thoughts then just turn on your lucky song and remind yourself about your goals in future, it will definitely give some motivation.
- If it seems serious then consult a doctor immediately.

Remember, it is never too late. If I did it you can too even if it is hard. Mom always said, "Rome was not built in a day", so it will take time. Do not give up. We can not let depression ruin our happy life, we have to face and fight it. Do not lose hope.

Let's have a stroll down the memory lane......

It was not the profitability of the prospect but the sheer necessity of a full-fledged English medium school in Narayanganj that prompted a bunch of young dreamers to found a school on their own. The path, however, was never a easy-go for ABC though. It was barbed with a barrage of adversities like drawing students to the school, persuading parents about a pretty new curriculum and procuring proficient teachers to cater to the demand of English-medium enthusiasts. Housed in a rented two-storied building in Jamtola, ABC set out its journey in 1997 with only 16 students. The rest is the story of a magnificent turnaround.

আলোর অঙ্কুরোদগম

মোঃ এনায়েত হোসেন। সিনিয়র শিক্ষক, বাংলা বিভাগ।

শেকড়ের সন্ধানে যখন ছুটে চলা
তখনই সব ফেলে হয় চলে যেতে,
আমার অস্তিত্ব যেখানে বিলীন
তখনই ইচ্ছে হয় ঘুরে দাঁড়াতে।

এমন চেতনা থেকেই জেগে উঠে সবে
সময়ের আহবানে হয়ে উঠে উন্মুখ
ভবিষ্যতের কান্ডারী যে হবে, তার ঠিকানা
গড়ে দিতে হবে, নেইকো বিলম্বের সুযোগ।

চতুর্দশপদী কবিতার ছন্দের ধারায়
বলিষ্ঠ চৌদ্দ কর হস্ত, হয় আন্দোলিত,
দ্রুতলয়ে বিকশিত হয় ভাবনার শাখা-প্রশাখা
নব নব চিন্তায় হয় সন্নিবেশিত।

এবিসি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের স্বরূপে
তারা জ্বালিয়ে যান, দেদীপ্যমান জ্ঞানের শিখা,
আলোর এই পবিত্র স্রোতের মাঝে
তাদের কথা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে লিখা।

এই প্রান্তরে, আমরা যারা মিলি এক সাথ
কথা হয়, দেখা হয়, চলি হাতে রেখে হাত।
গড়ে তুলতে সচেষ্ট সবাই একটি পরিবার
সে আমার এই ক্যাম্পাস, আমার অহংকার।

STUDENTS ACHIEVEMENT

THE DUKE OF EDINBURGH'S INTERNATIONAL AWARD PROGRAMME

Award squad of ABC International School

Dr. Golam Moula
AWARD CO-ORDINATOR

Ranu Khandaker
AWARD LEADER

Chand Mian Milon
AWARD LEADER

Mahmudul Hassan Mahmud
AWARD LEADER

Jahirul Islam
AWARD LEADER

Kamrun Nessa
AWARD LEADER

Sushmita Dey
AWARD LEADER

Faisal Ahmed
AWARD LEADER

Mirage Ahmed
AWARD LEADER

LutfunNahar Moli
AWARD LEADER

Ramjan Sheikh
AWARD LEADER

MESSAGE FROM THE AWARD SQUAD OF ABC INTERNATIONAL SCHOOL

Do you think yourself to be an introvert? Do you find your heart pounding to approach a stranger? Do you fumble for words to communicate your message to others? If you do, shockingly enough, the world is going to be ruthlessly tough for you in the years to come. You may raise your eyebrows but only your academic results don't suffice to take you on the pinnacle of success. The classroom education is of paramount importance but equal priority should be given to the education off the class.

As you live in a world already plagued with challenges like global warming, energy exhaustion, food insecurity, pandemic, wars and many more to add to the list, it's high time you took the initiative to transform yourself to your best version. In your battle against all the odds ahead, bear in mind that you are a lone troop with no guns, no grenades! This is you who have to equip yourself for the upcoming challenges with the leadership skills, ability to work team-wise and the mindset to handle the stress. The less you have those in yourselves, the more barbed path you have ahead to walk on in life. Sometimes life may hit you as hard as a brick does, but you must have the never-quit attitude. Giving up is never an option but fighting till the end is.

Duke of Edinbourgh's International Award Programme can be your first step to instill all those qualities in you. Now the million dollars question is— what is Duke of Edinburgh's International Award? The Duke of Edinburgh's International Award is the world's leading youth achievement award, and has transformed the lives of millions of young people over the past years. As a global framework for non – formal education, the Award is open to anyone between the ages of 14 – 24 regardless of gender, background or ability. As you might already be thinking of attending the program, you have to know that the program consists of three levels –

- Bronze (ages 14+)
- Silver (ages 15+)
- Gold (ages 16+)

And each level has four sections,

- Service
- Physical Recreation
- Skills
- Adventurous Journey – with a fifth at Gold level.

Participants complete their activities with the guidance of an Award Leader and at each level increase the time, commitment and challenge in order to achieve an Award.

This sophisticatedly designed programme teaches you how to live in the world off your parents' wings, how to share a limited resource amongst your peers, how to work with the people who are not of your type, how to lead from the front and get the best out the folks working under your leadership. Also does this program sow the seeds of patriotism and implant sense of responsibility in your minds at the tender age by letting you serve the underprivileged section of our society. Moreover, you can shake off your inertia and mould yourself into the sort the tomorrow's world needs in plenty. On top of all, this programme helps the awardees to build up leadership, self-confidence as well act as a catalyst and to get scholarship and admission formalities in the renowned university in abroad. As the Duke Award Team call upon you to join the program, it's a gentle nudge to remind you that you would fail at times, but you have to turn your failures into stepping stones to gain success.

With heads high up and chests full of pride we profess that it's only ABC International School in Narayanganj where this Award progremme was inaugurated by Honourable Assistant Vice Principal Dr. Golam Moula in 2014. Hitherto, 87 Bronze, 147 Silver and 90 Gold Awardees have received their respective certificates and completed the award scheme which transformed their lives. Moreover, Awardees from ABC International School have attended the prestigious 4th, 5th and 6th Gold Award Ceremony of the Duke of Edinburgh's International Award at the Residence of the British High Commissioner. Before the pandemic COVID – 19, 43 Gold Awardees participated the prestigious 6th Gold Award Ceremony. In 2020, 31 Gold Awardees received the prestigious Gold Award Certificates from the British High Commissioner.

As we claim our Programme to be a grand success, we, the Duke Team of ABC extend from the bottom of our hearts a big thank to School Managing Committee, Executive Director Sir and Principal Sir for their supervision, criticism and encouragement about this progremme as and when necessary.

DUKE OF EDINBURGH'S AWARD ARCHIEVE

Our Achievement
4th, 5th, 6th & 7th Gold Award Ceremony

Honourable principal sir is receiving crest from British High Commissioner

Honourable AVP Dr. Golam Moula Sir is receiving Gold Award Certificates from HRH Princess Sophie 'Countess of Wessex.

A very close moment of Gold Awardees with British High Commissioner

Our awardees with honourable executive members of DofE at the residence of British High Commissioner

Honourable Principal Sir, AVP Sir & Awardees with Board of Trustee of The DofE International Award Foundation.

Award Co-ordinator with the British High Commissioner HE Mr. Robert Chatterton Dickson & Board of Trustee

ACTIVITIES OF AWARDEES

Start from school

Warm up

Facing adverse situation

Team work on sanitation and health awareness

Group discussion at tent

Harvesting Crops

Campfire

Tree Plantation

DAILY STAR AWARD

EDEXCEL AWARD

CLASSROOMS

CHEMISTRY LAB

LIBRARY

BIOLOGY LAB

PHYSICS LAB

ABC International School Celebrating 25 Years of Academic Excellence

ICT LAB

SPELLING BEE

Speller hunt program is arranged every year to strengthen the spelling skill of students. The nation has observed our speller reach the quarter final in Champs21.com Spelling Bee Season 4.

TOUR USA

Our students accomplished USA tour accompanied by school's honorable Principal.

ABC International School Celebrating 25 Years of Academic Excellence

MATH OLYMPIAD

In Math Olympiad programs, our commendable students bring glory to our school.

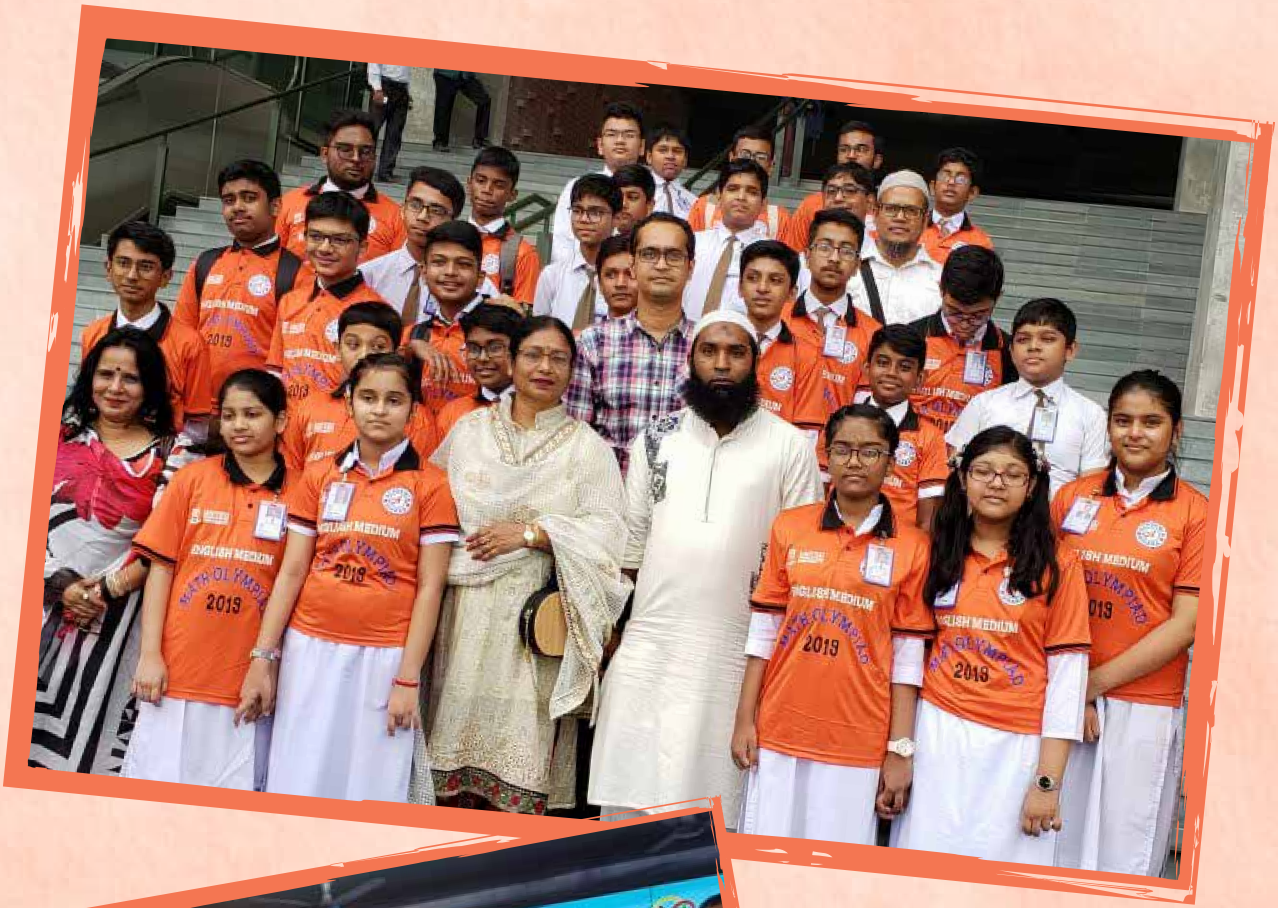

DEBATE

Our prodigies have defeated many schools and colleges using their skill in several Inter-School Debate Championships.

SCIENCE FAIR

Our Science Fair helps us explore the innovative minds giving our students the opportunity to display their creative skills.

FAIR
CONSERVE THE BIODIVERSITY
Farm and Wild Animals

DAY OUT

AIR TRAVEL
Dhaka to Sylhet

SPORTS FESTIVAL

INDOOR GAMES

CRICKET TOURNAMENT

GOLDEN MEMORIES

GOLDEN MEMORIES OF ABC SCHOOL (1997-2022)

১৭০, বঙ্গবন্ধু সড়ক . নারায়ণগঞ্জ ॥

THE FLOOD-AFFECTED PEOPLE
ABC INTERNATIONAL SCHOOL

বিতরণ

ABC INTERNATIONAL SCHOOL
SPORTS FES VAL 2020

CERTIFY

ENGLISH OLYMPIAD

Medal for Excellence
English Olympiad
Global

English Olympiad
Theater Round. Season 3
ACHIEVEMENT CERTIFICATE
We hereby certify that

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১
সনদপত্র
২য়
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২
সনদপত্র

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
সনদপত্র
১৮ মার্চ ২০২১
নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব

সনদপত্র

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২১
সনদপত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
Only One Earth : Living Sustainably in Harmony with Nature
সনদপত্র

নারায়ণগঞ্জ রাইফেল ক্লাব

আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ

owlypia
CERTIFICATE
OF ACHIEVEMENT
GOLD
This is to certify that
Ornob Mukul
has won a GOLD MEDAL in the subject
Science and Technology for Owlets Category (ages 12-14) in
the international OWLYPIA ONLINE Round
29 May 2021
Dr. Chris Ingate
on behalf of the Owlypia Committee
www.owlypia.org

ARRANGED BY S.B MULTIMEDIA
BANGLA TV
"BANGLAR SA RA GA MA" Songit Protijogita - 2018
Certificate
This is to Certify that Tahib Fairuz Rodoshe
Position: 1st Winner Sera Ten Group : A District: Narayanganj
Division : Dhaka, Bangladesh has successfully Participate in the
"Banglar Sa Ra Ga Ma" Songit Protijogita-2018
Chairman
Managing Director

Etiquettes and Manners

Courtesy pays much, costs nothing.

1) We have to show courtesy whenever necessary/possible-"please" "thank you", "it is very nice of you" etc are some expressions that make us loveable, pleasing, social and above all nice people. So we need to use them whenever necessary/possible.

2) We should keep a smile hanging on our face, especially when we are talking with other people.

3) We should prefer others first while availing a privilege.

4) We need to think of the comfort of others first.

5) While traveling in a public transport we are required to make the person sitting beside me understand that he/she has prestige and dignity as much we have. We must not be indifferent to him/her.

6) We must keep our voice low while talking/speaking on a mobile phone, in public places. We have to keep our voice low and we must make sure that others are not disturbed by our arrogance and rough behavior (Arrogance brings downfall).

7) People older than me/you have to be given proper respect. If necessary, give a hand and see to it that he/she gets preference in public places and transports.

Things that must be stopped right away.

1) Coughing noisily in public has to be meticulously avoided. If it becomes necessary, move to a lonely place and do it but make sure that you do not spit on roads, use the drain beside you. Trash must be disposed in dustbins/wastebaskets. Don't throw litters in public places.

2) Laughter (laughing loudly) may annoy people around you. So do it amidst your friends and relatives only, if possible refrain from laughing (loudly).

3) Dresses are testimony of your personality, taste and status. So dress yourslves in a way that will enhance your image.

4) Nose-digging in public is a very filthy thing to do. It shrinks your status and personality. It has to be avoided with all conscious effort.

5) Blowing nose is another filthy habit. It reduces your status drastically. It must be avoided.

6. Using tooth-pick in presence of others has to be avoided. It is done only by illiterate, low-status people.

7) Tooth-brush use has to be confined to your bath-room. Under no situation should you get into a conversation with others, away from the bathroom, keeping the toothbrush in your mouth.

শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা

শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা অমূল্য সম্পদ।

১. সকলের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে "ধন্যবাদ" "প্লিজ বা দয়া করে" শব্দগুলো ব্যবহার করবো।

২. সবসময় হাসিমুখে কথা বলার চেষ্টা করবো।

৩. অন্যদের সমস্যা হয়, এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবো।

৪. অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবো।

৫. কোন পাবলিক বাসে/ট্রেনে যাতায়াত করার সময় পাশে বসা ব্যক্তির প্রতি সহনশীল থাকবো।

৬. জনসম্মুখে মোবাইলে কথা বলার সময় গলার স্বর যথাসম্ভব নীচু রাখতে হবে, যেন অন্যের বিরক্তির কারণ না হয়।

৭. বয়স্কদের সম্মান করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের দিকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবো।

যে সমস্ত কাজ পরিহার করা প্রয়োজন

১. হাঁচি-কাশি দেয়ার প্রয়োজন হলে দূরে সরে গিয়ে কাজটি করবো।

২. বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন ছাড়া অপরিচিত জনের সামনে উচ্চস্বরে হাসা তাদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। তাই, এটি পরিহার করবো।

৩. পোশাক আপনার ব্যক্তিত্ব, রুচি এবং মর্যাদার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং, মার্জিত পোশাক পরিধান করবো।

৪. জনসম্মুখে নাকে হাত দেয়া বা খোঁচাখুচি করা থেকে বিরত থাকবো।

৫. অন্যের উপস্থিতিতে টুথপিক ব্যবহার করা এড়িয়ে চলবো। প্রয়োজনে হাত দিয়ে আড়াল করে টুথপিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. অন্যের দুর্বলতা নিয়ে উপহাস করা ঠিক কাজ নয়। সুতরাং, এ কাজ থেকে আমরা বিরত থাকবো।

৭. টুথব্রাশের ব্যবহার বাথরুমে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মুখের মধ্যে টুথব্রাশ রেখে অন্যের সাথে কথা বলা ঠিক নয়।

AD

ABC INTERNATIONAL SCHOOL

Campuses: South Shostapur and North Chashara, Narayanganj-1400
Tel: 7632564, Mobile: 01966674300 E-mail: abcinternational.school@yahoo.com
www.facebook.com/ABCIS.Office